গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুতি মেনে নেবে না সৌদি

● ● ● ●

সারে-জমিন

চেতলা মসজিদের পক্ষে ফিরহাদের দু লক্ষ টাকা অর্থসাহায্য আদ্রিতিকে

রূপসী বাংলা

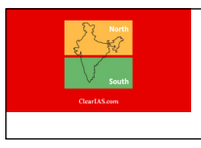

ভারতে উত্তর-দক্ষিণ বিভাজন বাড়ছে কেন

সম্পাদকীয়

ওয়াকফের ভোটাভুটিতে গরহাজির শতাব্দীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ

গ্রাম-বাংলা

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
১২ এপ্রিল, ২০২৫
২৮ চৈত্র ১৪৩১
১৩ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

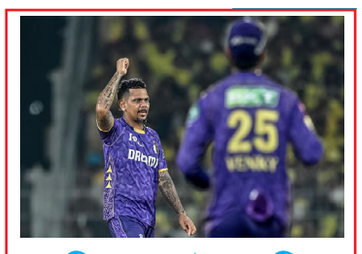

ধোনির চেন্নাইকে নিয়ে হেসে খেলে হারাল কেকেআর

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 98 ■ Daily APONZONE ■ 12 April 2025 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

ইমাম-মুয়াজ্জিন ও বুদ্ধিজীবী সম্মেলন

প্রধান বক্তা- **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

বিশেষ অতিথি- **জনাব ফিরহাদ হাকিম**

মাননীয় মহানাগরিক, কলকাতা এবং মন্ত্রী,
পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আহ্বায়ক

- **জনাব মাওলানা ক্বারী শফিক কাসেমী**, ইমাম নাখোদা মসজিদ, কলকাতা
- **জনাব মাওলানা মহঃ বাকিবিল্লাহ মোল্লা**, সভাপতি অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশন
- **জনাব হাজী কামরুল হুদা**, মুখ্য উপদেষ্টা, অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশন

তারিখঃ **১৬ই এপ্রিল, ২০২৫ বুধবার**

সময়ঃ সকাল ১০টা

স্থানঃ নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম

প্রথম নজর

কসবা কাণ্ডে তদন্ত অফিসার বদলি হলেন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: পুলিশের আচরণবিধি কি রকম হবে তা নিয়ে প্রত্যেক মাসে বৈঠক করা হয়। থানার অফিসারদের নিয়ে সেমিনার করা হয়। শুক্রবার লালবাজারের সাংবাদিকদের বলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। তিনি বলেন, শিক্ষকরা কসবার ডিআই অফিসে যে হিংসাত্মক আচরণ করবে তা ভাবা যায়নি। শিক্ষকদের তালা লাগানোর কর্মসূচি ছিল। শিক্ষকরা ওখানে গিয়ে মারধর করবে এটা প্রত্যাশা ছিল না। তালা লাগানো আর তালা ভাঙা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। একজন পুলিশ আধিকারিক তিন দিন হাসপাতালে ছিলেন। লাথি মারাটা বাঞ্ছনীয় নয় পুলিশের ভুল হতেই পারে। ভুলের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্য বারবার বলা হয় তবে শিক্ষকদের সঙ্গে যেভাবে বাইরের লোক কসবা ডিআই অফিসে ঢুকে পড়েছিল তা তদন্তে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সেখানে বহিরাগতদের উপস্থিতি ছিল। হামলাকারী এসআইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে শিক্ষকদের হাতে আক্রান্ত পুলিশ এমনই দাবি করলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। কলকাতার পুলিশ কমিশনার জানালেন যে অফিসার লাথি দিয়ে ছুটেছিলেন তাকে প্রথমে কসবা কাণ্ডে তদন্তকারী অফিসার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হলেও পরে অন্য অফিসারকে ওই ঘটনার তদন্তকারী অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

রক্তদান শিবির সিউড়িতে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: প্রখর গ্রীষ্মে রক্তের চাহিদা মেটাতে বীরভূম জেলার সিউড়ির শান্তিনিকেতন নার্সিং ইনস্টিটিউট এর উদ্যোগে এবং শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সহযোগিতায় আজ, শুক্রবার, এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।
এই শিবিরে মোট ২৫জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ব্লাড সেন্টারের ডিরেক্টর প্রফেসর ডাঃ তপন কুমার ঘোষ সহ আরো অনেক বিশিষ্টজনেরা।

কাজের নাম করে নিয়ে গিয়ে কিডনি চুরি করা হল যোগী রাজ্যে!

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: কাজের নাম করে উত্তরপ্রদেশে নিয়ে গিয়ে,ভয় দেখিয়ে কিডনি শরীর থেকে বের করে নেওয়ার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো বারুইপুরে।এই ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর শুক্রবার দুপুরে বারুইপুর বিডিও অফিসের সামনে দুই ব্যক্তির মধ্যে গন্ডগোল শুরু হয় একে অপরকে মারধরের ঘটনায় বারুইপুর থানায় পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে আটক করে। শামসুদ্দিন লস্কর বারুইপুর থানার হিমচির বাসিন্দা, গত তিন মাস আগে তাকে বেসরকারি হাসপাতালে কাজ দেওয়ার নাম করে তাকে নিয়ে যায় উত্তরপ্রদেশে। সেখানে একটি হোটেলে তাকে আটকে রেখে তার কাছ থেকে মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়া হয়, জোর করে কিডনি দিতে বাধ্য করা হয়।অভিযোগ উত্তরপ্রদেশের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তাঁর কিডনি তুলে নিয়ে নেওয়া হয়।অভিযোগ এই কিডনি দেওয়ার জন্য তাকে ৭ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা হয় কিন্তু সে দু লক্ষ টাকা তাঁর একাউন্টে পাঠায় অভিযুক্তরা।এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে শুভ ভট্টাচার্য হুগলি জেলার বাসিন্দা তিনি,শুক্রবার বারুইপুর বিডিও অফিসে এসেছিলেন সেখানেই তাকে ধরে ফেলেন শামসুদ্দিন লস্করের পরিবারের লোকজন। স্থানীয় মানুষজন দুজনের মধ্যে গন্ডগোল হচ্ছে দেখে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ দুজনকেই আটক করে।আর এই ঘটনার পিছনে কিডনি পাচার চক্রের যোগ রয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

পুলিশি হেনস্থার প্রতিবাদে মিছিল এবিটিএ-র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: শিক্ষক আন্দোলনে পুলিশের দমন-পীড়নের প্রতিবাদে এবং আইনসম্মতভাবে নিযুক্ত যোগ্য প্রার্থীদের স্বপদে বহাল রাখার দাবিতে মেদিনীপুর শহরে মিছিল করল শতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ। বিগত কয়েকদিনের ধারাবাহিক প্রতিবাদের অংশ হিসেবে শুক্রবার সন্ধ্যায় এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সন্ধ্যায় এবিটিএ-র জেলা কার্যালয় রবীন্দ্রনগর থেকে মিছিল শুরু হয়ে বিদ্যাসাগর মোড়, ক্ষুদিরাম মোড়, কেরানিতলা, জলট্যাঙ্কী মোড় এবং স্টেশন রোড পরিক্রমা করে অশোকনগর মোড়ে এসে শেষ হয়। জলট্যাঙ্কী মোড় ও অশোকনগর মোড়ে দুটি প্রতিবাদ সভাও অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল ও সভায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষক নেতৃত্ব যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের পৃথক করে শুধুমাত্র যোগ্যদের চাকুরিতে বহাল রাখার জোর দাবি জানান। তাঁরা আরও বলেন, আসল ওএমআর শিট অথবা তার প্রতিলিপি প্রকাশ করে এবং সুপ্রিম কোর্টে জমা দিয়ে যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক আন্দোলনে পুলিশি নির্যাতনের জন্য দায়ীদের শাস্তিরও দাবি জানানো হয়। এদিনের মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক জগন্নাথ খান, সদর মহকুমা সম্পাদক শ্যামল ঘোষ ও মহকুমা সভাপতি সুরেশ পড়িয়া প্রমুখ শিক্ষক নেতৃত্ব। উল্লেখ্য, যোগ্য প্রার্থীদের পুনর্বহালের দাবিতে এবিটিএ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতেও আন্দোলন চালাচ্ছে।

আল আমীন মিশনের আর এক নয়া দিগন্ত নয়াবাজ ক্যাম্পাসের নতুন ভবনের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: রাজ্যজুড়ে এক একে নতুন শাখার সুচনা করে আল আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়ে চলেছেন। বৃহস্পতিবার এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে আল-আমীন মিশনের আর এক নয়া দিগন্ত হাওড়ার নয়াবাজ শাখার নতুন ভবনের সূচনা করেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম।

এই শুভক্ষণে তিনি বলেন, মিশনের প্রতিষ্ঠা থেকেই ঘটা করে সাজিয়ে গুছিয়ে কোনও ক্যাম্পাস আরম্ভ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। অতোটা সময় আমরা পাই না। আমাদের মাথায় থাকে যত তাড়াতাড়ি হস্টেল শুরু করা যায় কারণ পড়ুয়াদের পড়াশোনা আরম্ভ করার গুরুত্বই আমাদের কাছে সর্বাধিক। পাশের বেসরকারি জে আই এস মেডিকেল কলেজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানে পয়সা খরচ করে ডিগ্রী অর্জন করতে হয়। কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বভারতীয় নিটে সফল হয়ে সরকারি কলেজে নিখরচায় পড়ছে শত শত ছাত্র-ছাত্রী। নয়াবাজ শাখার প্রায় ১০০০ জন পড়ুয়া সরকারি কলেজ থেকে ইতিমধ্যেই এম.বি.বি.এস. পাস করেছে কিংবা এখনও পড়ছে। তিনি আরও বলেন, হাওড়া জেলার বাঁকড়া এলাকার অনেকেই ছোটোখাটো ব্যবসা বানিজ্যের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তবে অধিকাংশজনই শ্রমজীবী কারিগর। তাঁদের মাঝে শিক্ষার কাফেলা নিয়ে বহুদিন আগেই আমরা হাজির হয়েছি। এতোদিন এই শাখার ছাত্ররা ভাড়া করা বিল্ডিংয়ের হস্টেলে থেকেছে। নতুন সেশনে সমস্ত ছাত্রই নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। পুরনো বিল্ডিং কেবলই আকাডেমিক কাজের জন্যে ব্যবহৃত হবে। খুবই কম সময়ে ৭ তলা বিশিষ্ট এই হস্টেলের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় ৪০০ জন আবাসিক ছাত্র এই ভবনে থাকতে পারবে। ২০১২ সালে আমরা যখন এই শাখা শুরু করি, তখন এখানে অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের ভর্তি করতে রাজী হচ্ছিলেন না। একেবারে জোর করে কম ফীজে ভালো ছাত্রদের আমরা এখানে পাঠিয়েছিলাম। সেই সময়ের স্মৃতি তুলে ধরে তিনি জানান চাপড়ার তিনজন মেধাবী ছাত্রকে খুবই কম ফিজে এখানে ভর্তি করা হয়। ওই তিনজন সহ আরও অনেকেই প্রথম বছরেই এই শাখা থেকে সফল হয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। এর পর নয়াবাজ শাখাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি।
পাশাপাশি মিশনের অন্যান্য ক্যাম্পাসেও প্রত্যেক বছরই উত্তরোত্তর ভালো রেজাল্ট হচ্ছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, এ-বছর আমাদের জন্যে চ্যালেঞ্জ হল, দু-একটা নতুন শাখাকে এই সব সফল ক্যাম্পাসের সঙ্গে এক কাতারে তুলে আনা।
তিনি জানান, এই শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে প্রায় ২৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী মিশনে ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে আমাদের নিজস্ব মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রায় ৭০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী এবং বাকি অংশ বাইরের ছাত্র-ছাত্রী। তিনি আরও জানান, হস্টেলের অপ্রতুলতার কারণে একাদশ শ্রেণির প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রায় ৭ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১৩.৬ শতাংশকেই একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি নিতে সক্ষম হয়েছি। তাঁর মতে, প্রায় চার দশক পরে মিশন আজকাল প্রত্যেক দিনই ইতিহাসের নতুন নতুন পৃষ্ঠার জন্ম দিচ্ছে। এই এলাকায় মিশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জটিল সমস্যা কাটিয়ে ওঠা বিষয়ে আলোচনা করেন মিশনের স্টাডি সার্কলের ডিরেক্টার দিলদার হোসেন।
সহকারী সাধারণ সম্পাদক শেখ হাফিজুর রহমান মিশনের তরফে ছোটো ঘরোয়া অনুষ্ঠানের উপযোগিতা বিষয়ে আলোকপাত করেন। মিশন পরিবারের পক্ষে মহ. আলমগীর বিশ্বাস, নুরুল আনোয়ার, শিক্ষানুরাগী গিয়াসউদ্দিন মল্লিক, সফিউদ্দীন মল্লিক প্রমুখ সহ মিশনের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, পড়ুয়া ও অভিভাবকগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
মিশনের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হাসিব আলমের দোওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানের আয়োজন ও পরিচালনায় ছিলেন নয়াবাজ শাখার সুপারিন্টেনডেন্ট খন্দকার মহিউল হক ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভোটার তালিকা সংশোধনে জোর সাংসদের

ওয়ারিশ লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাট দু নম্বর ব্লকের থানার পাশে একটি সভাকক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মত ভোটার কার্ড নিয়ে বিশেষ কিছু বার্তা তুলে ধরলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার। তিনি বলেন ভোটার কার্ড বেশ কিছু সংশোধ করতে হবে। কারণ আমরা দেখেছি কার্ড গুজরাটে তো সেই এপিক নাম্বার দিয়ে দিল্লিতে ও বসবাস করছেন অন্য ব্যক্তি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি ব্লগ স্তরে গিয়ে জনপ্রতিনিধিদেরকে কিভাবে ভোটার কার্ড বাছাই করবেন সে বিষয়ে যথাযথ পরামর্শ দেন। এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সেগুলির যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেন প্রতিনিধিদের মধ্যে। উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট পূর্বের বিদায়িকা নমিতা সাহা, সভাপতি রুনা ইয়াসমিন, সহ-সভাপতি সেলিম লস্কর যুবনেতা বাচ্চু শেখ ছাড়াও প্রধান উপপ্রধান সহ কর্মী সমর্থকেরা।

চেতলা মসজিদের তরফে ফিরহাদের দু লক্ষ টাকার অর্থ সাহায্য আদ্রিতিকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত শিশুকে সাহায্যের হাত বাড়ালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। রাজারহাটের আদ্রিতিকে দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসায় দু লক্ষ টাকা চেক দিয়ে সহযোগিতা করল চেতলার মসজিদ কমিটি। আদ্রিতি মণ্ডলের পাশে ফিরহাদ হাকিম। ফিরহাদ হাকিম চেক তুলে দিলেন আদ্রিতির মা সীমা মন্ডল এর হাতে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, আমেরিকার ওষুধ কোম্পানি কেও অনুরোধ করেছেন তিনি আদ্রিতিকে সহজমূল্যে সেই ওষুধ দেওয়ার জন্য।
রাজারহাটের বাসিন্দা আদ্রিতি মণ্ডল বিরল স্নায়ু রোগ নিয়ে গত তিন মাস ধরে ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ এ ভেন্টিলেশনে রয়েছে। আমেরিকার একটি ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা একমাত্র এই রোগের ইনজেকশন তৈরি করে। যে ইনজেকশনের দাম ৮ কোটি টাকা। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গা থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন

অনেকে। চেতলার মসজিদের ওয়াকফ কমিটি থেকে কলকাতা শহরের মেয়র ফিরহাদ হাকিম মসজিদ ওয়াকফ কমিটির "মাতোয়াল্লি" হিসেবে ওই পরিবারের হাতে দু লক্ষ টাকা র চেক তুলে দিলেন। ফিরহাদ জানালেন একটি বাচ্চার প্রাণ বাঁচানোর জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এখানে ধর্ম কোন বিষয় নয়। মনুষ্যত্বই আসল। তিনি আরো জানালেন আমেরিকার ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাকে ইমেইলের মাধ্যমে একটি আবেদন করেছেন তিনি। যদি কোন ভাবে ওই ইঞ্জেকশনের দাম কমানো যায়। তারা জানিয়েছে বিশ্বব্যাপী একটি লটারি সিস্টেমের মাধ্যমে তারা চেষ্টা করবেন।
আদ্রিতি মণ্ডলের মা সীমা মন্ডল জানান, মনুষ্যত্বই আসল। অনেকেই এগিয়ে আসছেন ।তবে এখনো অনেক বাকি। তার মেয়ের মুখের হাসি এখনো আছে। তা যেন চিরজীবনের জন্য থাকে তার জন্যই সকলের কাছে সাহায্য চাইছেন তিনি।

হুগলির চাঁপদানিতে গোষ্ঠী সংঘর্ষ, ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলির চাঁপদানিতে ৯ তারিখের একটি শোভাযাত্রাকে ঘিরে উত্তেজনা চরমে পৌছল আজ। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধল। অভিযোগ, ওই শোভাযাত্রা চলাকালীন একটি অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর স্লোগান তোলা হয়। সেই ঘটনার একটি ভিডিও দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে পড়ে। ফলত, স্থানীয় মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে চাঁপদানী পুলিশ ফাঁড়ি ও পলতা ঘাটের কাছে জিটি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। বিক্ষোভ দীর্ঘ সময় ধরে চলায় গুরুত্বপূর্ণ জিটি রোডে যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। পুলিশের তরফ থেকে বারবার অনুরোধ করা হলেও উত্তেজিত জনতা রাস্তা ছাড়তে রাজি হয়নি। একপর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। পুলিশের এই পদক্ষেপে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হন বলে খবর পাওয়া গেছে এবং পুলিশ বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে।ঘটনার গুরুত্ব বুঝে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার অমিত পি জাভালগি নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তাঁর সঙ্গে উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরাও ছিলেন। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে চাঁপদানীর কিছু এলাকায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চাঁপদানীর বিএম রোড সংলগ্ন কয়েকটি বাড়ি ও দোকানে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। আতঙ্কে বহু মানুষ বাড়ির বাইরে বেরোতে সাহস পাচ্ছেন না। বর্তমানে এলাকায় টহল দিচ্ছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে স্পেশাল র‍্যাফ ও কুইক রেসপন্স টিম মোতায়েন করা হয়েছে। জেলার প্রশাসনিক মহল থেকেও শান্তি বজায় রাখতে সাধারণ মানুষকে উসকানিমূলক কোনও কাজ না করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। ভাইরাল ভিডিও এবং গুজব ঠেকাতে সোশ্যাল মিডিয়ার উপর কড়া নজরদারি চালাচ্ছে সাইবার সেল। বিভ্রান্তিকর পোস্ট ছড়ালে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলো এলাকা এখনও থমথমে।
প্রশাসনের তরফ থেকে শান্তি ও সম্প্রীতির আবেদন জানানো হয়েছে সকলের প্রতি।

ইটভাটায় শিক্ষার আলো জ্বালাচ্ছেন সমেশ মন্ডল

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: শিক্ষা শুধু চার দেওয়ালের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়–এই কথারই এক বাস্তব উদাহরণ হয়ে উঠেছেন পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের নীলমণি ব্রহ্মচারী ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক সমেশ মন্ডল। বিগত কয়েক বছর ধরে নিজের উদ্যোগে ভিন রাজ্য থেকে আগত পরিযায়ী শ্রমিকদের শিশুদের ইটভাটার মধ্যেই পড়াশোনার সুযোগ করে দিচ্ছেন তিনি। রাজ্যের বাইরে থেকে আসা এই শ্রমিকদের সন্তানরা স্কুলে যেতে পারে না। তাই সমেশ মন্ডল নিজেই স্কুল নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন ওদের কাছে।
এই বৃহস্পতিবার পূর্বস্থলীর রাজ ইটভাটায় শিক্ষকের এমন উদ্যোগে প্রাণ পেয়েছে শিশুদের মুখ। শুধু বই-পড়া নয়, শিশুদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থাও করেছেন তিনি। "এই শিশুদের কাছে স্কুল মানে স্বপ্ন। আমি চাই তারা যেন পিছিয়ে না পড়ে," বললেন সমেশবাবু। তার এই মহান কাজে মাঝে মাঝে কিছু এনজিও সহযোগিতা করে, তবে সহযোগিতা না পেলেও থেমে থাকেন না তিনি। নিজের সামর্থ্যে চালিয়ে যান এই শিক্ষার আলোকবর্তিকা। সবচেয়ে আশার কথা, তার ছাত্র-ছাত্রীরাই এখন এই কাজে পাশে দাঁড়াতে শুরু করেছে। কেউ বই দিচ্ছে, কেউ সময় দিচ্ছে স্বেচ্ছায় পড়াতে, কেউবা টিফিনের জন্য অর্থ সাহায্য করছে। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের এমন মেলবন্ধন গড়ে তুলছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সমেশ মন্ডলের লক্ষ্য এখানেই থেমে নেই। তিনি জানিয়েছেন, আগামী দিনে পূর্বস্থলী অঞ্চলের আরও কয়েকটি ইটভাটায় এই শিক্ষার উদ্যোগ চালু করতে চান। "শিশুরা দেশ ও সমাজের ভবিষ্যৎ। তাদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে দেওয়া যায় না," বলেন তিনি।
এই উদ্যোগ কেবল মানবিকতার এক নিদর্শন নয়, বরং সমাজের প্রতি এক অনন্য দায়িত্ববোধের পরিচায়ক।

দন্ত পরিষেবা চালু পুরসা হাসপাতালে

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের গলসি ১ নম্বর ব্লকের পুরসা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চালু হলো দন্ত চিকিৎসা পরিষেবা। শুক্রবার ফিতে কেটে ওই বিভাগটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএমওএইচ ডাঃ সব্যসাচী সিকদার, গলসি ১ পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বেবি সাউ, পোতনা পুরসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আরতি বাগদী সহ অনেকে। এলাকায় এতদিন ধরে সরকারিভাবে দাঁতের চিকিৎসার কোনো সুযোগ ছিলনা। ফলে এলাকার মানুষকে বর্ধমানে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হতো। ফলে সময় ও খরচ দুই-ই বাড়ত স্থানীয় মানুষদের। দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয়রা চাইছিলেন দন্ত চিকিৎসা পরিষেবা। অবশেষে হাসপাতালের বিএমওএইচ এবং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে শুরু হল দাঁতের চিকিৎসা। এমন কাজের জন্য খুশি এলাকাবাসীরা। আপাতত সপ্তাহে শুক্রবার ওই পরিসেবা পাওয়া যাবে বলে প্রাথমিক ভাবে জানতে পারা গেছে।

জলঙ্গি বিধানসভা জুড়ে ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ওয়াকফ সংশোধনী আইন পাস করেছেন লোকসভা ও রাজ্য সভায় এমনকি রাষ্ট্রপ্রতি সই করেছেন সেই বিলে।
আর তার পর থেকে গোটা দেশের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী বিধানসভার একাধিক অঞ্চলে জুম্মার নামাজ শেষে সুমলিম সম্প্রদায়ের মানুষ বিভিন্ন জায়গায় জড়ো হয়ে পায়ে হেঁটে প্রতিবাদ মিছিল করতে দেখে গিয়েছে।তেমনি শুক্রবার দুপুরে জুম্মার নামাজ শেষে ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের নেতৃত্বে ও অন্যান্য মুসলিম সংগঠনের পাশাপশি যুব সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে ঐতিহাসিক প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হলো জলঙ্গি বিধানসভার বিভিন্ন অঞ্চলে। শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ

তারা বিভিন্ন অঞ্চলে মিছিল করে ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা করেন। জলঙ্গি ব্লকের ফরিদপুর অঞ্চলের পাকুড় দেয়ার বাজার থেকে ভাদুরিয়াপাড়া বাজার পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে ঐতিহাসিক প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় ব্লক ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সম্পাদক মাওলানা মাসেদুল ইসলাম আনসারীর নেতৃত্বে । একইভাবে সাদিখান দেয়ার অঞ্চল ও কাঁটাবাড়ি অঞ্চলেও শান্তিপূর্ণভাবে ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়ন ছিল। এমনকি জলঙ্গি ও সাগর পাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকেরা সরজমিনে পরিদর্শন করেন বিভিন্ন সভা ও মিছিলের স্থানগুলো। এদিনের প্রতিবাদ মিছিলে হাজারে হাজারে মানুষ পায়ে পা মেলায়। আর প্রতিবাদ মিছিল থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে রাজ পথে গর্জে উঠে ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে।

সিপিএমের শিক্ষকদের বাংলা ছাড়ার হুঁশিয়ারি

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সিপিএমের শিক্ষকদের বাংলা ছাড়ার হুঁশিয়ারি দিলেন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী।
একই সাথে চাকরি হারা শিক্ষকদের স্কুলে কাজ না করতে দিলে, স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের ও দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন সাংসদ।
চাকরিহারা শিক্ষকদের সমর্থনে শুক্রবার বাঁকুড়া শহরের হিন্দু হাইস্কুল থেকে মাচানতলা পর্যন্ত একটি পথসভায় শতশত তৃণমূল কর্মীর পাশাপাশি পথসভায় পা মেলান সংসদ অরূপ চক্রবর্তী।
পথসভা শেষে সভাই বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি প্রথমেই বলেন, বুধবার দিন যে সমস্ত সিপিএমের শিক্ষকরা ডিআই অফিস ঘেলাও কর্মসূচিতে

যোগ দিয়ে বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করেন, তাদের বাংলা ছাড়া করতে হবে। এই সমস্ত শিক্ষকদের বাংলা ছাড়ার হুশিয়ার এ দেন তিনি। পাশাপাশি তার বক্তব্য কোন কোন স্কুলে প্রধান শিক্ষকরা শিক্ষকদের কাজে যোগদান করতে দিচ্ছে না তাদের নাম নথিভুক্ত করুন।এবং সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেবেন।

গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুতি মেনে নেবে না সৌদি

সারে-জমিন

চেতলা মসজিদের পক্ষে ফিরহাদের দু লক্ষ টাকা অর্থসাহায্য আদ্রিতিকে

রূপসী বাংলা

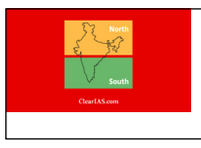

ভারতে উত্তর-দক্ষিণ বিভাজন বাড়ছে কেন

সম্পাদকীয়

ওয়াকফের ভোটাভুটিতে গরহাজির শতাব্দীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ

গ্রাম-বাংলা

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
১২ এপ্রিল, ২০২৫
২৮ চৈত্র ১৪৩১
১৩ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

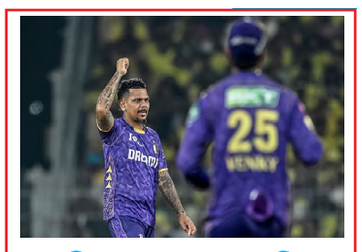

ধোনির চেন্নাইকে নিয়ে হেসে খেলে হারাল কেকেআর

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 98 ■ Daily APONZONE ■ 12 April 2025 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

ইন্তেকাল 'চাষার ব্যাটা' আব্দুর রেজ্জাক মোল্লার

হাসিবুর রহমান ও বাইজিদ মন্ডল ● ভাঙড়

আপনজন: ইন্তেকাল করলেন বিশিষ্ট জননেতা আবদুর রেজ্জাক মোল্লা। (ইন্না লিল্লাহি...)। শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের মিলন বাজারের কাছে বাঁকড়া গ্রামের বাড়িতে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে রেজ্জাক মোল্লার বয়স হয়েছিল ৮১। তার পারিবারিক সূত্রে খবর, গ্রামেই নামাজ-এ জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তার দেহ সমাধিস্থ করা হয়। গত চার-পাঁচ বছর ধরে ওই বাড়িতেই থাকছিলেন তিনি। ১৯৭২ সালে ভাঙড় বিধানসভা থেকে সিপিএমের টিকিটে জিতে প্রথম বার বিধায়ক হয়েছিলেন রেজ্জাক মোল্লা। নিজেকে 'চাষার ব্যাটা' বলে পরিচয় দিতে ভালবাসতেন। তিনি প্রথম বার মন্ত্রী হন ১৯৮২ সালে। বামফ্রন্টের ভূমি সংস্কার দফতরের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন দীর্ঘদিন। জ্যোতি বসু এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দু'জনেরই মন্ত্রিসভার মন্ত্রী ছিলেন রেজ্জাক মোল্লা।বুদ্ধদেবের সরকারে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে রেজ্জাকের সম্পর্ক কখনওই তেমন 'মসৃণ' ছিল না। রেজ্জাক বিভিন্ন সময়ে বুদ্ধদেব সম্পর্কে বহু 'বিরূপ' মন্তব্য করেছিলেন। ২০১১ সালে বামফ্রন্ট সরকারের যখন পতন হয়, সে সময়ে রেজ্জাক বুদ্ধদেব সম্পর্কে তির্যক মন্তব্য করে বলেছিলেন, 'হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে যায়।' এই মন্তব্য ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল সেই সময়। '২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পর ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন রেজ্জাক। সে বার ভোটে জিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতার মন্ত্রিসভার মন্ত্রীও হন। ছিলেন ২০২১ সাল পর্যন্ত।

রেজ্জাকের প্রয়াণে নিজের এক্স হ্যান্ডলে শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, ''আমার সহকর্মী, আব্দুর রেজ্জাক মোল্লার প্রয়াণে আমি শোকাহত ও মর্মাহত। তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভায় আমার সহকর্মী ছিলেন। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করতাম, সম্মান করতাম। বাংলার গ্রামজীবন, কৃষি-অর্থনীতি ও ভূমি-সংস্কার বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল সুবিদিত। তাই এক সময় অন্য ধারার রাজনীতি করলেও, মা-মাটি-মানুষের সরকারে তাঁর মিলিত হয়ে যাওয়া ছিল সহজ ও স্বাভাবিক। তাঁর প্রয়াণে বাংলার রাজনৈতিক জীবনে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল। আমি তাঁর পরিবারবর্গ, অসংখ্য অনুগামী ও শুভানুধ্যায়ীকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই।'

ওয়াকফ বিরোধী বিক্ষোভে গুলি পুলিশের, ফের উত্তাল সুতি

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সদ্য পাস হওয়া ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে ফের অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদ। শুক্রবার দুপুর থেকে সামশেরগঞ্জ ও সুতি থানার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিস্থিতি কার্যত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধুলিয়ান ডাকবাংলো মোড়, সুতি থানার সাজুর মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভকারীরা। পুলিশের বাধা পেয়ে শুরু হয় ইটবৃষ্টি। পাল্টা লাঠিচার্জ করে পুলিশ। অভিযোগ, কিছু বিক্ষোভকারী বোমা ছোড়ে। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে ফরাক্কার এসডিপিও আমিনুল ইসলাম সহ একাধিক পুলিশকর্মী আহত হন। প্রাণ বাঁচাতে স্থানীয় একটি মসজিদে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন তাঁরা। পরিস্থিতি মোকাবেলায় শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজ্য পুলিশের এডিজি অজয় নন্দ কে জঙ্গিপুরে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ঘটনার জেরে গোটা এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। উত্তেজিত জনতা সরকারি ও বেসরকারি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। অভিযোগ, পুড়িয়ে দেওয়া হয় একটি অ্যাম্বুল্যান্সও। ধুলিয়ান ট্রাফিক পুলিশ অফিসেও ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার আনন্দ রায়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রথমে লাঠিচার্জ এবং পরে কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। অন্যদিকে, পুলিশের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। গুলিবিদ্ধ হয় দু'জন। তাঁদের মধ্যে একজন, ২১ বছরের ইজাজ আহমেদ বর্তমানে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। অপরজন, ১৬ বছরের নাবালক মসরফ হোসেন মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। উত্তেজনার প্রভাব পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও। শুক্রবার দুপুরের পর থেকে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের সড়ক যোগাযোগ কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। পাশাপাশি ফরাক্কা-আজিমগঞ্জ শাখায় রেলপথে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। বহু ট্রেনের রুট ভায়া জঙ্গিপুরের পরিবর্তে পাকুড়-নলহাটি-সাগরদিঘী হয়ে আজিমগঞ্জ করা হয়েছে। এর ফলে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ধুলিয়ান সহ সামশেরগঞ্জে নামানো হয়েছে বিএসএফ। এর আগে ১৬৩ (পূর্বতন ১৪৪) ধারা জারি করা হলেও, শুক্রবারের ঘটনার সামনে তা কার্যকর হতে পারেনি। শুক্রবার রাত পর্যন্ত দফায় দফায় সংঘর্ষ হতে থাকে। রাজ্য পুলিশ সূত্রে খবর, যারা হিংসাত্মক কার্যকলাপে যুক্ত, তাঁদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হবে। যারা গুজব ছড়াচ্ছেন বা উত্তেজনা বাড়াচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশাসনের তরফে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, বিগত কয়েক দিন ধরেই মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্তে ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। জঙ্গিপুর, সুতি, সামশেরগঞ্জ প্রতিটি এলাকাতেই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ছবি সামনে এসেছে।

জেলা প্রশাসনের সূত্রে খবর, জঙ্গিপুর মহকুমায় ইন্টারনেট পরিষেবা শুক্রবার সন্ধ্যার পরিবর্তে রবিবার সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। নতুন করে যাতে উত্তেজনা না ছাড়াই সেদিকে নজর রেখেছে প্রশাসন।

জেলার বিভিন্ন প্রান্তে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ মিছিল হলেও সুতি-শামশেরগঞ্জ কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা ধারণ করে। বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী পুলিশকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। একই সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দাদের শান্তি বজায় রাখতে এবং আইন মেনে আন্দোলন করতে আবেদন জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

যোগ্য শিক্ষকদের মেধা তালিকা দু সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশ হবে: ব্রাত্য

আপনজন ডেস্ক: চাকরি হারাদের মধ্যে মেধাদের তালিকা আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশ করা হবে। দীর্ঘ বৈঠক শেষে শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু একথা জানান। তিনি বলেন, চাকরি হারাদের বলেছি। শীঘ্রই স্কুলে ফিরে যান। স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ আপনাদের বিচ্ছিন্ন করবেন না। অবরোধ বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে ক্লাস নেওয়া শুরু করুন। রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, এসএসসি ভবনের সামনে যে তিনজন চাকরিহারা অনশনে বসেছেন তারা একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। যারা বৈঠক করতে এসেছিলেন তারা জানিয়ে গেছেন তাদের মধ্যে থেকে কেউ অনশন করছেন না। একটি ছোট অংশ যারা এই অনশন করছেন তারা কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। তাদের ওপর তার কোন রাগ নেই বলেও জানিয়ে দেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে যোগ্যদের তালিকা আইনি পরামর্শ নিয়ে ওয়েবসাইটে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়ে দেন ব্রাত্য বসু। মিরর ইমেজও আছে, সেটার ক্ষেত্রেও আইনি পরামর্শ নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। তবে আইনি পরামর্শ নিয়ে এই সমস্যার সমাধান করবেন বলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আগামী ২১ এপ্রিল পর্যন্ত অনুগ্রহ করে চাকরি হারারা অপেক্ষা করুন। রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী জানান, যোগ্য বঞ্চিতদের যাতে চাকরি থাকে সেই ব্যাপারে আইনি সুরক্ষা এবং সহযোগিতা দেওয়ার কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই অনুযায়ী বিকাশ ভবনে শিক্ষামন্ত্রী, এসএসসি সচিবসহ শিক্ষা দপ্তরে অফিসারদের সঙ্গে চাকরিহারাদের প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়। বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে, যা যা বলেছেন চাকরি হারারা তার সঙ্গে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের কোন মৌলিক বিরোধ নেই। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের সরাসরি নির্দেশ আছে আইনি সহযোগিতা ছাড়া এখানে কোনও কাজ আমরা করতে পারব না। কিন্তু আমরা জানি চাকরি হারাদের দাবি ন্যায়সঙ্গত।

শুক্রবার টানা তিন ঘন্টা বৈঠক চলে। মোট ১৩ জনের প্রতিনিধির দল এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন । প্রথমে ১২ জনকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলেও পরে আরো ১জন বৈঠকে যোগ দেন। বৈঠক শেষে আন্দোলনকারীরা বাইরে এসে জানান, এসএসসি ভবনের সামনে অবস্থান চালিয়ে যাবেন চাকরিহারারা যতক্ষণ না লিস্ট হাতে পাচ্ছেন। পরবর্তী শনিবার সিদ্ধান্ত নেবেন তারা। সেই সঙ্গে আন্দোলনকারীরা জানিয়ে দেন, নতুন করে পরীক্ষা দেব না। স্কুলে যাব না।

১৬ এপ্রিল নেতাজি ইন্ডোরে ইমাম-মুয়াজ্জিন সম্মেলন

মঞ্চ থেকে ওয়াকফ নিয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: আগামী ১৬ই এপ্রিল বুধবার কলকাতা নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে 'ইমাম-মুয়াজ্জিন ও বুদ্ধিজীবী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ওই সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকবেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কেন্দ্রীয় সরকারের সংশোধিত ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে রাজ্য জুড়ে সংখ্যালঘুদের প্রতিবাদ কর্মসূচির আবহে রাজ্যের ইমাম-মুয়াজ্জিন সংগঠনের নেতৃত্বদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ইমাম-মুয়াজ্জিন ও বুদ্ধিজীবী সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন সংখ্যালঘু মহল। বুধবার কলকাতা নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সম্মেলন সফল করতে ইমাম সংগঠনের প্রতিনিধিরা শুক্রবার রাজ্যের মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের উপস্থিতিতে প্রস্তুতি বৈঠক সম্পন্ন করেন। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা নাখোদা মসজিদের ইমাম মাওলানা ক্বারী শফিক কাসেমী, রাজ্যের সংখ্যালঘু কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান, অল-ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাওলানা মহঃ বাকিবিল্লাহ মোল্লা এবং ওই সংগঠনের মুখ্য উপদেষ্টা হাজী কামরুল হুদা, কলকাতা পুরনসভার মেয়র পারিষদ আমিরুদ্দিন বিবি, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, রেহান আহমেদ কুরেশি, রজব আলী খান (লাল্টু), ফিরোজ আহমেদ মোল্লা, সাব্বির ওয়ারশি প্রমুখ।

বৃহস্পতিবার সামাজিক গণমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর এই অরাজনৈতিক কর্মসূচির কথা জানিয়েছে রাজ্যের মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, সকলকে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। শুক্রবার প্রস্তুতি বৈঠক থেকেও তিনি রাজ্যের ইমাম-মুয়াজ্জিন সংখ্যালঘু বিদ্বজ্জনের উদ্দেশ্যে একই আহ্বান জানান।

ইতিমধ্যেই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সম্মেলন সফল করতে জোর তৎপরতা শুরু করছেন সম্মেলনের তিন আহ্বায়ক কলকাতা নাখোদা মসজিদের ইমাম মাওলানা ক্বারী শফিক কাসেমী, অল-ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাওলানা মহঃ বাকিবিল্লাহ মোল্লা এবং ওই সংগঠনের মুখ্য উপদেষ্টা হাজী কামরুল হুদারা।

আয়োজকদের মধ্যে মুখ্য দায়িত্বে থাকা অল-ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাওলানা মহঃ বাকিবিল্লাহ মোল্লা 'আপনজন'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাজ্যের সকল ইমাম-মুয়াজ্জিন এবং সংখ্যালঘু বিদ্বজনদের উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বাংলার তথা দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন। সকল মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ থাকারও আহ্বান জানান বাকিবিল্লাহ। মুসলিম পার্সোনাল'ল বোর্ড, ওয়াকফ বোর্ডের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত সংখ্যালঘু ইসলাম ধর্মীয় সংগঠনের নেতৃত্বদের এবং ফুরফুরা শরীফের পীরজাদাদেরও এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে।

'ইমাম-মুয়াজ্জিন ও বুদ্ধিজীবী সম্মেলন' সুষ্ঠুভাবে ভাবে পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি সভা থেকে একটি কোর কমিটি তৈরি করা হয়েছে। যে কমিটিতে বিভিন্ন ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সংগঠনের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি রয়েছেন বিশিষ্টজনরা। কোর কমিটিতে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমেদ হাসান ইমরান, অল ইন্ডিয়া ইমাল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ, অল বেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, যোলআনা মসজিদের ইমাম হামিদ হোসেন, আমিরুদ্দিন ববি, ফিরোজ আহমেদ মোল্লা প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ঈদ পরবর্তী ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সমাবেশে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি নিয়ে রমজান মাসে কলকাতা টাউন হলে সারা রাজ্যের ইমাম প্রতিনিধিদের আহ্বানে সভা করেন রাজ্যের মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ঈদ পরবর্তী ইমাম-মুয়াজ্জিনদের নিয়ে আয়োজিত সমাবেশে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকবেন বলেও ফিরহাদ হাকিম জানান। ওই সভায় ফিরহাদ হাকিম বলেন, অল-ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে বাকিবিল্লাহ মোল্লা, ইমাম-মুয়াজ্জিন সমাবেশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন সেই পরিপেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী ৭ই এপ্রিল সময় দিয়েছিলেন। ঈদের কাছাকাছি তারিখ নির্ধারণ হওয়ায় ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সমস্যার কথা জেনে পুনরায় তা পরিবর্তনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আর্জি জানাবেন বলে জানান ফিরহাদ হাকিম। অবশেষে ১৬ই এপ্রিল কলকাতা নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত হতে চলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে নেতা ইন্ডোরের সম্মেলন থেকে ওয়াকফ ইস্যুতে রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি ইমাম-মুয়াজ্জিনদের জন্য বিশেষ কোনো বার্তা থাকবে কী না সেদিকেও তাকিয়ে রয়েছেন রাজ্যের ইমাম-মুয়াজ্জিনরা।

মানবসেবায় নিয়োজিত সারা দেশের অনন্য এক আদর্শ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান
সেহারাবাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট-এর ২০২৫-এর উপহার

RDMC

আবাসিক ও অনাবাসিক

Rahamania Deeniyat Muallima College

(Regd. 7379/10)

A unit of Sehrabazar Rahmania Welfare Trust

ইসলামিক শিক্ষা
কুরআন, হাদিস, আক্বইদ, মাসাইল, সুন্নতি তরবিয়ত, ভাষা (আরবি ও উর্দু)

Education ■ Enrichment ■ Empowerment

আধুনিক শিক্ষা
কম্পিউটার, হোম ম্যানেজমেন্ট, নিউট্রিশন, বেসিন হেলথ সায়েন্স, টিচিং মেথযোরজি, চাইল্ড সাইকোলজি

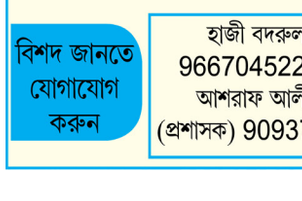

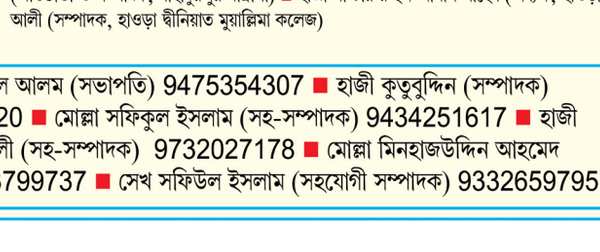

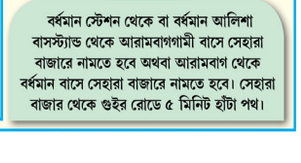

স্বপ্ন নয়, গল্প নয়, বিজ্ঞাপনের চমকও নয়, দুই বৎসরের মধ্যেই সুদক্ষ মহিলা ক্বারী দ্বারা কুরআন সহি করা, মহিলাদের যে সমস্ত হাদিস ও মাসাইল জানা জরুরি তা হৃদয়ঙ্গম করানো, আরবি ও উর্দুতে কথা বলতে শেখানো, ছয় সিফাতসহ তালিমে অভ্যস্ত করানোর সাথে সাথে ২৪ ঘন্টারর জিন্দেগিতে সুন্নত ও মাসনুন দোয়া শেখানো ও পাবন্দি করানোর রোজানা তালিমের সাথে সাথে সুষম খাদ্য ও অসম খাদ্য সম্পর্কে অবহিত করানো, কম্পিউটারে অভ্যস্ত করানো, শিশু দর্শন এবং একান্নবর্তী পরিবারের সকল সদস্য-সদস্যাদের শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী, ননদ প্রভৃতির হক সম্পর্কে সচেতন করানো (হোম ম্যানেজমেন্ট) এবং ইনজেকশন, প্রেসার মাপা, রক্ত পরীক্ষা, সুগার টেস্টে (প্রাইমারি হেলথ সায়েন্স) অভ্যস্ত করানো হবে - ইনশাআল্লাহ্। পরিপূর্ণ শরীয়তি গণ্ডির মধ্যে একশ শতাংশ পর্দাকে মান্যতা দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হবে - ইনশাআল্লাহ্। গোটা বাংলায় হাওড়া সাঁতরাগাছির DMC-এর পর দ্বিতীয় বৃহদাকারে সাহসী পদক্ষেপ সেহারাবাজার পূর্ব বর্ধমানে RDMC। এছাড়াও একইসঙ্গে মুয়াল্লিমা কলেজে পাঠরত অবস্থায় উচ্চমাধ্যমিক বা স্নাতক পড়ার সুবর্ণ সুযোগ আছে। আমাদের উল্লেখিত প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যহ ক্লস ছাড়াও প্রতিদিন ছয় সিফতের সঙ্গে তালিম, প্রত্যহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ব্যায়াম, সুরত ও মাসনুন দোয়া শেখানো ও আমাল জরুরি।

সুরাট হতে ফারেগা সুদক্ষা মহিলা ক্বারীর প্রয়োজন। যোগাযোগের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে

ভর্তির জন্য যোগ্যতা: ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ
(যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ও স্নাতক/স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ মহিলাদের অগ্রাধিকার)

ফর্ম দেওয়া চলছে: ফর্মের মূল্য ১০০ টাকা

প্রবেশিকা পরীক্ষা: ১২ এপ্রিল, ২০২৫ ভর্তি শুরু: ২২ এপ্রিল, ২০২৫ ক্লাস শুরু: মে মাসের শেষ সপ্তাহ, ২০২৫

ফর্ম বিতরণ কেন্দ্র: বর্ধমান (ইজতেমাগাহ্, নবাবহাট) হাজী নাইয়ার সাহেব 82502331094 ■ নপাড়া সাহাজাদপুর, বর্ধমান মহম্মদ খলিল 91534095923 ■ ভাতার (নুরানী সামান) মনিরুল হক 9735120368 ■ বর্ধমান (রসিকপুর) সামসুদ্দিন আহমেদ 8348171640 ■ রসুলপুর, বাঁকুড়া মুফতি মুক্তার সাহেব 9732342007 ■ পুরুলিয়া (দামোদরপুর) ডা. মেহেবুব আলি 99321 69755 ■ পশ্চিম মেদিনীপুর (বদনগঞ্জ) আকতার আলি 9932066129 ■ চন্দ্রকোণা (কৃষ্ণপুর) পারভেজ সরকার 9933790244 ■ গলসি (পারাজ) মুন্সী ফিরোজ হোসেন 9093390166 ■ মুর্শিদাবাদ (সালার) বাচ্চু মাস্টার 9732028977 ■ সালার কবিরাজ সাফাই ভাইয়ের চেম্বার 7585876101 ■ পূর্বস্থলী (নাদনঘাট) বাদশা সেখ 98833241880

প্রধান উপদেষ্টা
হজরত মুফতি ওসমান গণি
(দেওবন্দ মাদ্রাসার সিনিয়র অধ্যাপক)

উপদেষ্টামন্ডলী: হজরত মুফতি সাইফুল্লাহ কাশেমী সাহেব (শাইখুল হাদীস, দারুল উলুম সেহারাবাজার) ■ হজরত মাওলানা নূর আলম সাহেব (প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, বাহাদুরপুর মাদ্রাসা) ■ হাজী মাস্টার রুহুল আমীন সাহেব (অধ্যক্ষ, হাওড়া দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজ) ■ হাজী হায়দার আলী (সম্পাদক, হাওড়া দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজ)

বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন

হাজী বদরুল আলম (সভাপতি) 9475354307 ■ হাজী কুতুবুদ্দিন (সম্পাদক) 9667045220 ■ মোল্লা সফিকুল ইসলাম (সহ-সম্পাদক) 9434251617 ■ হাজী আশরাফ আলী (সহ-সম্পাদক) 9732027178 ■ মোল্লা মিনহাজউদ্দিন আহমেদ (প্রশাসক) 9093799737 ■ সেখ সফিউল ইসলাম (সহযোগী সম্পাদক) 9332659795

পথ নির্দেশ
বর্ধমান স্টেশন থেকে বা বর্ধমান আলিশা বাসস্ট্যান্ড থেকে আরামবাগগামী বাসে সেহারা বাজারে নামতে হবে অথবা আরামবাগ থেকে বর্ধমান বাসে সেহারা বাজারে নামতে হবে। সেহারা বাজার থেকে গুহর রোডে ৫ মিনিট হাঁটা পথ।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৯৮ সংখ্যা, ২৮ চৈত্র ১৪৩১, ১৩ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি

পরিবর্তনের স্রোত

পুরাতন দিনের জীর্ণতাকে সরাইয়া নূতনত্বের আলোয় উদ্ভাসিত হইবার বাসনা আমাদের সকলের। হাজার বৎসর পূর্বের মানুষও পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখিয়াছিল। তাহারা হয়তো চাহিয়াছিল ক্ষুধামুক্ত একটি সমাজ, চাহিয়াছিল প্রকৃতির রহস্য ভেদ করিয়া নিরাপদ আশ্রয়। পরিবর্তন আসিয়াছেও বটে। পাথরের যুগ পার করিয়া মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখিয়াছে, চাকা আবিষ্কার করিয়াছে, জ্ঞানের অন্বেষণে দিগ্বিদিক ছুটিয়া গিয়াছে। চাকার আবিষ্কার, লিপির ব্যবহার বা বারুদের উদ্ভব-প্রতিটি পরিবর্তনই মানবজাতিকে একটি নূতন দিগন্তে লইয়া গিয়াছে; কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষ কি ঠিক এমন পরিবর্তন চাহিয়াছিল, যেইখানে আজ আমরা দাঁড়াইয়া রহিয়াছি? আমরা যখন ভবিষ্যৎ কল্পনা করি, তখন মনে মনে ভাবি একটি ঝকঝকে, প্রযুক্তিনির্ভর, সবুজ পৃথিবী। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কি সত্যিই সেই পৃথিবী পাইবে?

এই মুহূর্তে দাঁড়াইয়া আমরা যেই পরিবর্তন দেখিতেছি, তাহার গতি অভূতপূর্ব। ১৮২৫ সালে যখন প্রথম বাষ্পচালিত রেল চলিয়াছিল, তখন মানুষ ভাবিয়াছিল ইহার চাইতে দ্রুত আর কিছু সম্ভব নহে। আজ আমরা হাইপারলুপ আর মঙ্গল গ্রহে উপনিবেশের কথা ভাবিতেছি। ১৯৯০ দশকে ইন্টারনেট যখন সাধারণ মানুষের হাতে আসিয়াছিল, তখন কে ভাবিয়াছিল যে, ইহা একদিন আমাদের সমাজ, অর্থনীতি, এমনকি আমাদের চিন্তাকেও বদলাইয়া দিবে? আবার আজ আমরা ভবিষ্যতের যেই ছবি আঁকি, তাহার কতটুকু বাস্তবে সম্ভব হইবে? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জয়জয়কার, মহাকাশ জয়ের হাতছানি, জিন প্রযুক্তির বিস্ময়-ভবিষ্যৎ হিসাবে কত কিছুই না আমাদের চিন্তার জগতে জমা রহিয়াছে; কিন্তু ভবিষ্যৎ কি সত্যিই আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে? নাকি আমরা অনিয়ন্ত্রিত এক ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান? প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা, অপ্রত্যাশিত প্রযুক্তিগত দুর্ঘটনা, ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা-যে কোনো কিছু আমাদের পরিকল্পনার বাহিরে ঘটিয়া যাইতে পারে।

সবচাইতে বড় প্রশ্ন হইল, এই দ্রুত পরিবর্তনের সহিত আমরা কি মানাইয়া লইতে পারিব? প্রযুক্তি আমাদের জীবনযাত্রাকে আমূল পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে। নূতন নূতন গ্যাজেট, ভার্চুয়াল জগৎ, সামাজিক মাধ্যমের অভূতপূর্ব বিস্তার-এই সকল কিছুর সহিত তাল মিলাইয়া চলিতে গিয়া আমরা কি আমাদের স্বাভাবিক জীবনকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি? আমাদের মস্তিষ্কের গঠন, আমাদের সামাজিক রীতিনীতি কি এত দ্রুত পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত? ২০২৩ সালের একটি গবেষণায় দেখা গিয়াছে, গত ২০ বৎসরে প্রযুক্তির অগ্রগতি পূর্ববর্তী ২০০ বৎসরের তুলনায় প্রায় ১০০ গুণ অধিক। ইহার মধ্যে কিছু কিছু আবিষ্কার পৃথিবীর চেহারাই পালটাইয়া দিয়াছে। সেই সকল যেমন জীবনকে সহজ করিয়াছে, তেমনই নূতন চ্যালেঞ্জেরও জন্ম দিয়াছে।

ভবিষ্যতে আরো কত বিস্ময় অপেক্ষা করিতেছে কে জানে? বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন, ২০৩০ সাল নাগাদ প্রায় ৮০ কোটি চাকুরি প্রযুক্তির কারণে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। তবে ইহার বিপরীতে তৈরি হইবে ৯৭ কোটি নতুন পেশা। দূর ভবিষ্যতে হয়তো আমরা এমন প্রযুক্তি আবিষ্কার করিব যাহা আমাদের শারীরিক সীমাবদ্ধতা কমাইয়া দিবে, হয়তো আমরা মহাবিশ্বের দূরতম প্রান্তে পাড়ি দিতে সক্ষম হইব, হয়তো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে এমন এক সমাজ তৈরি করিব যেইখানে কোনো রোগবালাই থাকিবে না। আবার এমনও হইতে পারে, আমরা এমন কিছু আবিষ্কার করিব যাহা আমাদের অস্তিত্বের জন্যই হুমকি হইয়া দাঁড়াইবে।

পরিবর্তন আমাদের পক্ষে যাইবে, নাকি বিপক্ষে-তাহা নির্ভর করে আমরা সেই পরিবর্তনকে কীভাবে গ্রহণ করিব তাহার উপর। যদি আমরা প্রযুক্তির দাস না হইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারি, তাহা হইলে পরিবর্তনকে আমাদের পক্ষে কাজে লাগাইতে পারিব। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, প্রকৃতির সহিত ভারসাম্য বজায় রাখিতে হইবে, কারণ প্রযুক্তি যতই উন্নত হউক না কেন, প্রকৃতি ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব অসম্ভব। পরিবর্তনকে আটকানো যায় না; কিন্তু ইহাকে গাইড করা যায়। আমাদের পূর্বপুরুষ যেমন আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সভ্যতা গড়িয়াছে, আমাদেরও তেমনি প্রযুক্তি ও পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করিতে শিখিতে হইবে। ভবিষ্যৎ হয়তো আমাদের কল্পনার জগৎ হইতে ভিন্ন হইবে; কিন্তু সেটি আমাদের হাতেই গড়িয়া উঠিবে।

• • • • • • • • • • • • •

ভারতে উত্তর-দক্ষিণ বিভাজন বাড়ছে কেন

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ভারতীয় রাজনীতি একটি ইস্যুতে বিতর্কে উত্তাল হয়েছে। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক চলছে, সে ঘটনাটি এখন পর্যন্ত ঘটেনি। সেটি হলো সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে একটি নতুন জনশুমারির পর এটি বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের দক্ষিণের রাজ্যগুলো মনে করছে, এই পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য অন্যায্যভাবে উত্তরাঞ্চলের দিকে ঝুঁকে যাবে। লিখেছেন **শশী থারুর**।

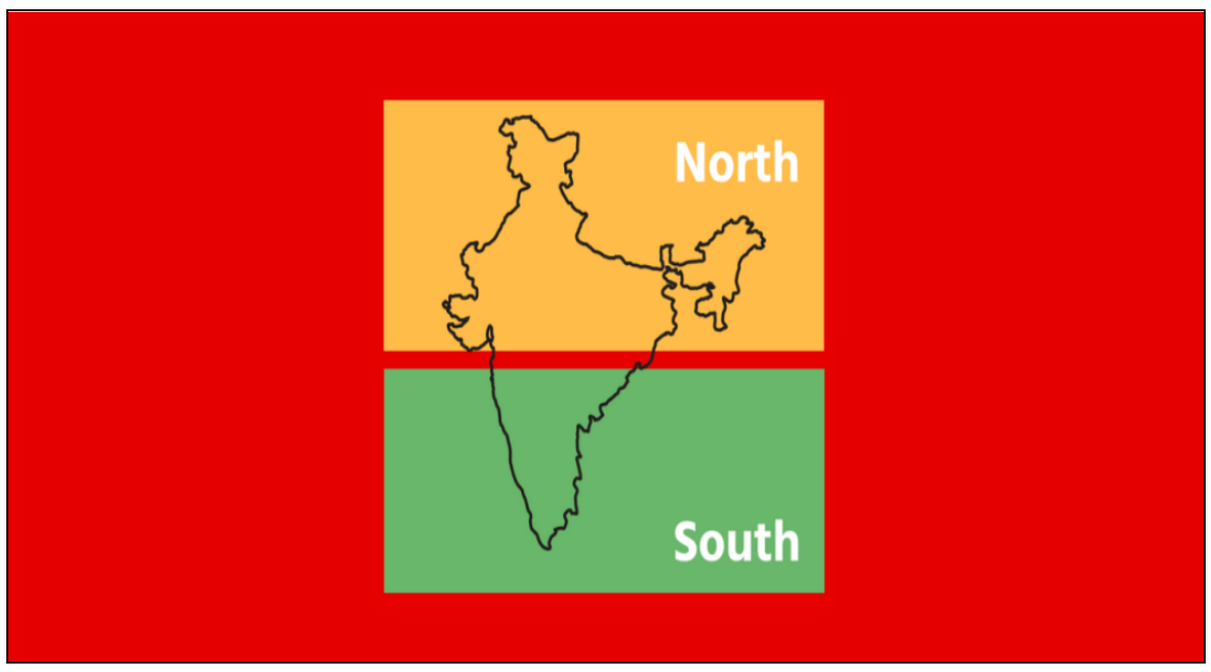

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ভারতীয় রাজনীতি একটি ইস্যুতে বিতর্কে উত্তাল হয়েছে। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক চলছে, সে ঘটনাটি এখন পর্যন্ত ঘটেনি। সেটি হলো সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে একটি নতুন জনশুমারির পর এটি বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের দক্ষিণের রাজ্যগুলো মনে করছে, এই পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য অন্যায্যভাবে উত্তরাঞ্চলের দিকে ঝুঁকে যাবে। লোকসভায় (পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ) সাধারণত আসনসংখ্যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। জনসংখ্যা বেশি হলে আসনসংখ্যাও বেশি হয়। যেহেতু লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের নিয়ন্ত্রণ থাকলে সরকার গঠন করা সম্ভব, তাই বৃহত্তর জনসংখ্যা একটি বড় রাজনৈতিক সুবিধা এনে দেয়। তবে মাত্রাহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ কারণে ১৯৭৬ সালে ভারত আসন পুনর্বিন্যাস (সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রক্রিয়া) স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে রাজ্যগুলো ধীরগতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নীতি অনুসরণ করলেও রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কা না থাকে।

প্রথমে এই স্থগিতাদেশ ২০০১ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকার কথা ছিল। কিন্তু একটি সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে এর মেয়াদ আরও বাড়ানো হয়। ফলে বর্তমানে যে সীমারেখা অনুযায়ী আসন ভাগাভাগি হচ্ছে, তা ১৯৭১ সালের জনশুমারির ভিত্তিতে নির্ধারিত। এই সময়কালের মধ্যে ভারতের দক্ষিণের রাজ্যগুলো তাদের জন্মহার প্রতিস্থাপন-হার (রিপ্লেসমেন্ট লেভেল) পর্যন্ত নামিয়ে এনেছে বা তার নিচে নিয়ে গেছে এবং মানব উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। এই উন্নতির মধ্যে রয়েছে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন, মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস এবং লিঙ্গসমতার ক্ষেত্রে অগ্রগতি। অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলো এই সব ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। এ ছাড়া জাতপাতপ্রথা, বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিক থেকেও উত্তর ভারতের অবস্থা তুলনামূলকভাবে খারাপ। তবে এই অঞ্চলের জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। আসন পুনর্বিন্যাস স্থগিত রাখার নিয়ম ছিল ২০২৬ সালের পর প্রথম জনশুমারি পর্যন্ত। তবে বর্তমানে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ইঙ্গিত দিয়েছে, তারা এই স্থগিতাদেশ আর বাড়ানোর পক্ষপাতী নয়। এর পরিবর্তে তারা জনশুমারি পরিচালনা করতে চায় (যে শুমারিটি ২০২১ সালে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বারবার পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে) এবং এরপর ভারতের নির্বাচনী মানচিত্র নতুন করে নির্ধারণ করতে চায়। বিজেপির মতে, এটি ন্যায়সংগত সিদ্ধান্ত। তাদের যুক্তি হলো, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুযায়ী 'এক ব্যক্তি, এক ভোট, এক মূল্য' হওয়া উচিত। অর্থাৎ প্রত্যেক সংসদ সদস্যের প্রায় একই সংখ্যক মানুষের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত। তাদের দাবি, কেরালার একজন সংসদ সদস্য যেখানে মাত্র ১৮ লাখ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন, সেখানে উত্তর প্রদেশের একজন সংসদ সদস্যকে ২৭ লাখ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে হয়—এটি অগণতান্ত্রিক।

> **দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোর নেতারা এর বিরোধিতা করছেন। তাঁদের মতে, শুধু জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণ করা হলে, সেটি কার্যত উত্তর ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে পুরস্কৃত করবে এবং দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোকে শাস্তি দেবে। কারণ, দক্ষিণের রাজ্যগুলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রেখেছে এবং মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করেছে। ইতিমধ্যে দক্ষিণের রাজ্যগুলো দেখছে, একই কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের কর রাজস্ব থেকে তাদের অংশ ক্রমেই কমে যাচ্ছে।**

দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোর নেতারা এর বিরোধিতা করছেন। তাঁদের মতে, শুধু জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণ করা হলে, সেটি কার্যত উত্তর ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে পুরস্কৃত করবে এবং দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোকে শাস্তি দেবে। কারণ, দক্ষিণের রাজ্যগুলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রেখেছে এবং মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করেছে। ইতিমধ্যে দক্ষিণের রাজ্যগুলো দেখছে, একই কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের কর রাজস্ব থেকে তাদের অংশ ক্রমেই কমে যাচ্ছে।

একটি একজাতীয় সমাজে আসন বণ্টনের ভিত্তি হিসেবে জনসংখ্যা প্রধান মাপকাঠি হতে পারে, কিন্তু বহু বিচিত্র সমাজে এই নিয়ম অনুসরণ সঠিক হবে না। এ জন্যই যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি অঙ্গরাজ্য (সেখানকার জনসংখ্যা যা-ই হোক না কেন) সিনেটে দুটি আসন পায়। একইভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছোট দেশগুলোকে তাদের জনসংখ্যার তুলনায় বেশি ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্য দেয়, যাকে বলা হয় 'ডিগ্রেসিভ প্রপোরশনালিটি' বা অসমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব। ভারতে গোয়া, উত্তর-পূর্বের ছোট রাজ্য এবং আন্দামান, দিউ ও লাক্ষাদ্বীপের মতো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলো জনসংখ্যার তুলনায় বেশি পার্লামেন্ট সদস্য পায়। ভারতে নানা ভাষা, ধর্ম, জনতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য এবং উন্নয়নের স্তর রয়েছে। পাশাপাশি ভারতের 'আধা মৌলিক' ফেডারেল ব্যবস্থায় রাজ্যগুলো নির্দিষ্ট কিছু ক্ষমতা ভোগ করে। তাই সমান প্রতিনিধিত্ব গুরুত্বপূর্ণ হলেও রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যও সংরক্ষণ করতে হবে। এর মানে হলো, কোনো একটি গোষ্ঠী (যেমন উত্তর ভারতের হিন্দিভাষীরা) যেন অন্যদের প্রয়োজন, অগ্রাধিকার, অভিজ্ঞতা ও আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে না পারে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দক্ষিণের রাজ্যগুলোকে আশ্বাস দিয়েছেন, নতুন আসন পুনর্বিন্যাসে তারা একটি আসনও হারাবে না। এর মানে হলো, জনসংখ্যা বেশি এবং বিজেপির সমর্থন বেশি—এমন উত্তর ভারতের রাজ্যগুলোর জন্য আরও বেশি আসন তৈরি করা হবে। কেউ কেউ মনে করছেন, নতুন আসনবিন্যাসে লোকসভার আসনসংখ্যা ৫৪৩ থেকে বেড়ে ৭৫৩টিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। আবার অনেকে বলছেন, নতুন পার্লামেন্ট ভবনে ৮৮৮ জন এমপির বসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও বড় সম্প্রসারণের ইঙ্গিত দেয়।

যদি নতুন আসন পুনর্বিন্যাস করা হয়, তাহলে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোর রাজনৈতিক প্রভাব তুলনামূলকভাবে কমে যাবে। এই পরিস্থিতিতে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্তালিনের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলো একটি যৌথ কার্যক্রম কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি আগামী ২৫ বছর বর্তমান পদ্ধতিটি বজায় রাখার দাবি জানাচ্ছে। যদি দক্ষিণের মানুষ মনে করেন, তাঁরা রাজনৈতিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন, তাহলে তাঁরা আরও বিকেন্দ্রীকরণ ও রাজ্যগুলোর জন্য বেশি স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলতে পারেন। আর যদি এসব দাবি উপেক্ষা করা হয়, তাহলে দক্ষিণের কিছু চরমপন্থী ব্যক্তি স্বাধীনতার মতো কঠোর দাবিও তুলে বসতে পারেন।

এটি সবার জন্য ক্ষতিকর হবে। কারণ, ভারত একটি ঐক্যবদ্ধ দেশ হিসেবেই সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করে। উত্তর ও দক্ষিণ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। উত্তর ভারতের রাজ্যগুলোতে তুলনামূলক তরুণ জনসংখ্যা রয়েছে। এই নাগরিকেরা দক্ষ শ্রমিক হিসেবে দক্ষিণ ভারতের শিল্প ও সামাজিকভাবে উন্নত রাজ্যগুলোতে কাজ করতে পারেন। এটি সবার জন্যই উপকারী হবে।

এই বিতর্ক ভারতীয় ঐক্য আরও দৃঢ় করার একটি ভালো সুযোগ এনে দিয়েছে।

শশী থারুর জাতীয় কংগ্রেসের সংসদ সদস্য এবং টানা চতুর্থবার তিরুবনন্তপুরম লোকসভা আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন

সৌজন্যে: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

নিজেকে তাজমহলের প্রকৃত মালিক দাবি করলেন হায়দরাবাদের এই ব্যক্তি

আপনজন ডেস্ক: তিনি মোগল সম্রাটদের মতো পোশাক পরেন। নিজেকে তাঁদের একজন বলে দাবি করেন। এই ব্যক্তির নাম হচ্ছে প্রিন্স ইয়াকুব হাবিবউদ্দিন টুসি। থাকেন ভারতের হায়দরাবাদে। তিনি সাধারণ কোনো মানুষ নন। তিনি এমন একজন, যিনি নিজেকে মোগল বংশের উত্তরসূরি বলে দাবি করেন। প্রিন্স ইয়াকুব এখানেই থেমে থাকেননি। নিজেকে তিনি একজন মোগল প্রিন্স বলেই পরিচয় দেন। তিনি দাবি করছেন, তিনি বাহাদুর শাহ জাফরের ষষ্ঠ প্রজন্ম। তিনি বিশ্বাস করেন, ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্যতম নিদর্শন তাজমহলের প্রকৃত মালিক তিনি। নিজের দাবির পক্ষে প্রিন্স ইয়াকুব হায়দরাবাদের আদালতে নিজের ডিএনএ প্রতিবেদনও জমা দিয়েছেন। স্ত্রী মমতাজ মহলের স্মৃতি ধরে রাখতে মোঘল সম্রাট শাহজাহানের তৈরি এই স্মৃতিসৌধ-সংক্রান্ত যেকোনো সরকারি নথি দেখাতে ২০১৯ সালে প্রিন্স ইয়াকুব জয়পুরের রাজপরিবারের প্রিন্সেস দিয়া কুমারীকেও চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। প্রিন্স ইয়াকুব বলেছিলেন, 'যদি তোমার 'পথিখানা'-তে (জয়পুরের পথিখানা জাদুঘর) আসল নথিপত্র থেকে থাকে, তাহলে তা দেখাও। যদি তোমার দেহে রাজপুত রক্তের একটি ফোঁটাও থেকে থাকে, তবে সেই নথি সামনে আনো।'

তাজমহলই একমাত্র জায়গা নয়, যেটি নিয়ে প্রিন্স ইয়াকুব দাবি তুলেছেন। একসময় অযোধ্যায় অবস্থিত বাবরি মসজিদের জমির মালিকানা নিয়েও ওয়াক্‌ফ বোর্ডের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছিলেন প্রিন্স ইয়াকুব। তিনি বলেছিলেন, যদি ওই জমির মালিকানা বাবরের হয়, তাহলে একজন মোগল বংশধরের উত্তরাধিকার হিসেবে ওই জমি তাঁরই পাওয়া উচিত।

অবশ্য এই প্রিন্স ইয়াকুব পরে সেখানে রামমন্দির নির্মাণকে সমর্থন করেছিলেন। তাতেই তিনি থেমে থাকেননি। মন্দিরের জন্য ১ কোটি ৮০ লাখ রুপি দামের সোনার ইটও উপহার দিয়েছিলেন। ওই সময় টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, তখন প্রিন্স ইয়াকুব বলেছিলেন, 'আমি যেহেতু ওই সম্পত্তির মালিক, তাই সেখানে রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

নিল কুলিয়াম

সৌদি আরবের কূটনৈতিক শক্তি অক্ষত থাকবে

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে মুখোমুখি বসেছে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া। আলোচনার মূল বিষয় ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতি ও কৃষ্ণসাগরে জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা। রিয়াদের বিলাসবহুল রিটজ-কার্লটন হোটেলে চলছে এই বৈঠক। এর আগে সৌদি আরব ইউক্রেনের একটি প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানিয়েছিল। এতে বোঝা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে সৌদি আরবের ভূমিকা বাড়ছে। এই বৈঠক আয়োজনের অনুরোধ এসেছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে। দ্বিতীয় মেয়াদে সৌদি আরবকে কূটনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রস্থলে আনার চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি। এই আলোচনায় সফলতা আসুক বা না আসুক, আরব বিশ্ব এখন সৌদি আরবের কাছ থেকে আরও সক্রিয় ভূমিকা আশা করছে। বিশেষ করে, তারা চায় সৌদি আরব ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংকটের সমাধানেও বড় ভূমিকা পালন করুক। ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে এখন পর্যন্ত তিনবার সৌদি আরবকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আয়োজনের দায়িত্ব দিয়েছেন। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের মধ্যে তিন বছর পর প্রথম বৈঠক হয়েছিল রিয়াদেই। এরপর ১১ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের মধ্যে আরেক দফা আলোচনা। এর আগে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প ও ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। ট্রাম্প কেন সৌদি আরবকেই বেছে নিচ্ছেন? এর পেছনে রয়েছে কয়েকটি কারণ। ট্রাম্প প্রক্রিয়ার চেয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে বেশি গুরুত্ব দেন। সৌদি আরব রাশিয়া ও ইউক্রেনের বন্দী মুক্তিতে সহায়তা করেছে। এ ছাড়া দেশটি একাধিক পক্ষের আলোচনায় 'সততার মধ্যস্থতাকারী' হিসেবে ভূমিকা রাখতে আগ্রহী।

ট্রাম্পের জন্য এটা শুধু কূটনীতি নয়, ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ট্রাম্প ভিন্ন পথে হেঁটেছিলেন। সাধারণত মার্কিন প্রেসিডেন্টরা প্রথম বিদেশ সফরে কানাডা যান। কিন্তু ট্রাম্প প্রথমেই গেলেন সৌদি আরবে। সেখানেই তিনি যুবরাজ সালমানের সঙ্গে ১০৯ বিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা চুক্তি করেন। এই চুক্তি বাস্তবায়নে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন ট্রাম্পের জামাতা ও ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা জ্যারেড কুশনার। তিনি সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। প্রেসিডেন্ট পদ ছাড়ার পর কুশনারের ব্যক্তিগত বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান 'অ্যাফিনিটি পার্টনারস' দুই বিলিয়ন ডলার পেয়েছে সৌদির সরকারি বিনিয়োগ তহবিল (পিআইএফ) থেকে। এই থেকে বোঝা যায়, ট্রাম্প সৌদি শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে খুব গুরুত্ব দেন।

গাজা ইস্যুতে ট্রাম্পের কিছু বক্তব্য সৌদি আরবকে অস্বস্তিতে ফেললেও তিনি এখনো মনে করেন সৌদিরা এমন এক পরিবেশ তৈরি করতে পারে, যেখানে বড় বড় কূটনৈতিক আলোচনা সম্ভব। ট্রাম্পের দৃষ্টিতে, সৌদি নেতাদের সঙ্গে সম্পর্কটা আদর্শ বা মূল্যবোধভিত্তিক নয়, বরং লেনদেনভিত্তিক। এই ধরনের সম্পর্কই রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে তার লক্ষ্য পূরণে সহায়ক বলে মনে করেন তিনি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে চলমান আলোচনাগুলোর পেছনে রয়েছে রিয়াদের পূর্বাভিজ্ঞতা। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সৌদি আরবের মধ্যস্থতায় ইউক্রেনে আটক ১০ বিদেশিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এটিই ছিল যুদ্ধ চলাকালে সবচেয়ে বড় বন্দিবিনিময়ের একটি উদাহরণ। ইউক্রেন সংকটে সৌদি আরব 'ইতিবাচক নিরপেক্ষতা'র নীতি গ্রহণ করায় দেশটি রাশিয়া ও ইউক্রেন—দুই পক্ষের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ ও কার্যকর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছে। রাশিয়ার সঙ্গে তেল উৎপাদন জোট ওপেক প্লাসে কাজ করা এবং ২০২৩ সালে আরব

লিগের শীর্ষ সম্মেলনে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকে আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমে রিয়াদ প্রমাণ করেছে যে তারা নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য এক কূটনৈতিক অংশীদার। শুধু ইউক্রেন যুদ্ধই নয়, সৌদি আরব এর আগেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংকটে মধ্যস্থতার গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে মিলে ২০১৮ সালে সৌদি আরব ইরিত্রিয়া ও ইথিওপিয়ার মধ্যে শান্তিচুক্তি করায় বড় ভূমিকা রেখেছিল। সেই চুক্তিতে দুই দশকের পুরোনো যুদ্ধের অবসান ঘটে। তখন রিয়াদ ও আবুধাবি সরাসরি আলোচনার আয়োজন করে, আর্থিক সহায়তা ও বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেয়, নিরাপত্তাসহায়তা দেয় এবং কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে দুই পক্ষকে আলোচনায় বসায়। ২০২৩ সালে সৌদি আরব আবারও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথভাবে সুদানের দুই যুদ্ধরত পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করে 'জেদ্দা ঘোষণা' নামের একটি লিখিত চুক্তি করায়। সুদানের সেনাবাহিনী (SAF) ও আধা সামরিক বাহিনী RSF-এর মধ্যে এটিই ছিল প্রথম আনুষ্ঠানিক চুক্তি। যদিও এই চুক্তি মাত্র সাত দিন স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এনে দেয়, তবু এটি ভবিষ্যতের আলোচনার ভিত্তি তৈরি করেছে এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে রিয়াদের ভাবমূর্তি আরও শক্ত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট চান রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের মধ্যে সরাসরি আলোচনা হোক। তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে সামনাসামনি বৈঠকে বসতে আগ্রহী। সৌদি আরব এমন একটি সুযোগ করে দিতে পারে—একটি জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদে, সৌজন্যমণ্ডিত আতিথেয়তার পরিবেশে এ ধরনের বৈঠক আয়োজন করবার সক্ষমতা তাদের আছে। গত দুই দশকে উপসাগরীয় গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ওমান ও কাতারকে বড় মূল্য দিতে হয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলোর দৃষ্টিতে এসব গোষ্ঠী হয় নিষিদ্ধ, নয়তো তাদের স্বার্থবিরোধী। ফলে মাসকাট ও দোহাকে অনেক সময়ই কড়া সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সৌদি আরব তুলনামূলকভাবে 'পরিষ্কার খাতা'—যার কারণে পশ্চিমা বিশ্বের কাছে আলোচনার আয়োজক হিসেবে সৌদি আরবকে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়। রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে সরাসরি মধ্যস্থতা না করে সৌদি আরব বরং আলোচনার মঞ্চ প্রস্তুত করে দিচ্ছে। ট্রাম্পের দৃষ্টিতে এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত কৌশল। কারণ, তিনি চান রুশ ও মার্কিন কর্মকর্তারা মুখোমুখি আলোচনা করুক। ভবিষ্যতে তিনি নিজেও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সরাসরি বৈঠকে বসতে চান। আর সেই আলোচনার জন্য সৌদি আরব একটি দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদ ও সৌজন্যপূর্ণ আতিথেয়তায় ভরপুর পরিবেশ দিতে প্রস্তুত। আলোচনার ফলাফল যা-ই হোক, সৌদি আরব এই আন্তর্জাতিক বৈঠকের আয়োজনকে বড় সাফল্য হিসেবে দেখছে। এখন মনে হচ্ছে আঞ্চলিক প্রতিবেশীদের ছাপিয়ে সৌদি আরব আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা, শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্নে নেতৃত্বের জায়গায় উঠে আসছে। ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতির আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে রিয়াদের এই ভূমিকা ভবিষ্যতে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র আলোচনা পুনরায় শুরু হলে সৌদি আরবকে আলোচনার টেবিলে বসার সুযোগ এনে দিতে পারে। কয়েক বছর আগেও তা কল্পনার বাইরে ছিল। কমপক্ষে এই প্রক্রিয়া রিয়াদের অবস্থানকে আরও শক্ত করবে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে সৌদি নিরাপত্তা ইস্যুতে সচেতন রাখবে। একই সঙ্গে এই আলোচনা আয়োজনের মাধ্যমে গাজা, লেবানন বা সিরিয়ার মতো স্পর্শকাতর ইস্যুতে ট্রাম্প প্রশাসনের ওপর যে চাপ ছিল, তা কিছুটা সরিয়ে নেওয়াও সম্ভব হচ্ছে। তবে এই নতুন ভূমিকার সঙ্গে এসেছে নতুন দায়িত্ব, ভার ও জবাবদিহি। শুধু আন্তর্জাতিক মহল নয়, আরব দুনিয়ার মানুষও এখন সৌদি আরবের কাছে চায় যে তারা আরও সক্রিয়ভাবে আঞ্চলিক সংকট সমাধানে এগিয়ে আসুক। প্রয়োজনে বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও পরবর্তী পদক্ষেপেও অংশ নিক। এই কূটনৈতিক মর্যাদা সৌদি আরব স্বাগত জানালেও, তা ধরে রাখতে হলে প্রয়োজন হবে সাহস, সংকল্প, ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা এবং সমালোচনা সহ্য করার শক্তি। কারণ, এখন তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর নজর রাখছে পৃথিবী।

চ্যাথাম হাউস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

প্রথম নজর

মার্কিন পণ্যে চীনের শুল্ক বেড়ে ১২৫ শতাংশ

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপানো শুল্কের বিপরীতে পাল্টা ব্যবস্থা নিয়েছে চীন। দেশটি মার্কিন পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়িয়ে ১২৫ শতাংশ করেছে। শনিবার (১২ এপ্রিল) থেকে এ শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে।

গত বুধবার চীন মার্কিন পণ্যের ওপর ৮৪ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছিল। এর পরপরই যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক বাড়িয়ে ১২৫ শতাংশ করে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপের মাধ্যমে দেশ দুটির বাণিজ্যযুদ্ধের প্রকৃতি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। যুক্তরাষ্ট্র যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছে, চীন তার পাল্টা পদক্ষেপই নিচ্ছে বারবার।

চীন জানিয়েছে, এরপর যুক্তরাষ্ট্র আবার পাল্টা শুল্ক দিলে তারা আর কোনো শুল্কের জবাব দেবে না।

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন আগ্রাসী শুল্কনীতি ঘোষণার পর থেকে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যযুদ্ধ চলছে। উভয় পক্ষের পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপের ফলে পরিস্থিতি ক্রমাগত উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এর মধ্যে চীন নতুন করে মার্কিন পণ্যে শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিল।

বেইজিং বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত 'অস্বাভাবিক উচ্চ শুল্ক' আন্তর্জাতিক ও অর্থনৈতিক বাণিজ্যনীতি, মৌলিক অর্থনৈতিক আইন এবং সাধারণ বিচার-বিবেচনার গুরুতর লঙ্ঘন করেছে। এটি সম্পূর্ণরূপে একতরফা গুণ্ডামি ও জবরদস্তি।

গত ২ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা বেশির ভাগ পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ ন্যূনতম শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ওই দিন চীনের ওপর নতুন করে ৩৪ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন তিনি, যা পূর্বে আরোপিত ২০ শতাংশের সঙ্গে যোগ হয়ে ৫৪ শতাংশে দাঁড়ায়।

ট্রাম্পের ঘোষণার পরদিন ৩ এপ্রিল চীন এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রকে শুল্ক আরোপের পদক্ষেপ বাতিল করার আহ্বান জানায় এবং পরদিন শুক্রবার (৪ এপ্রিল) যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা সব পণ্যের ওপর ৩৪ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে।

হাঙ্গেরিতে 'ফুট-অ্যান্ড-মাউথ' রোগের প্রাদুর্ভাব, কৃত্রিম ভাইরাসের আশঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: ৫০ বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে হাঙ্গেরিতে প্রথমবারের মতো ফুট-অ্যান্ড-মাউথ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এটি কৃত্রিম ভাইরাস বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যা ছড়িয়ে পড়ারও ভয় রয়েছে। প্রতিরোধে ব্যবস্থাও নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

ওয়ার্ল্ড অরগানাইজেশন ফর এনিমেল হেলথ হাঙ্গেরি কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, গত মাসে দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি গবাদিপশুর খামারে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে।

রোগটির বিস্তার ঠেকাতে হাজার হাজার গরু হত্যা করা হয়েছে এবং প্রতিবেশী দেশ অস্ট্রিয়া ও স্লোভাকিয়ার সঙ্গে একাধিক সীমান্ত পারাপার স্থল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবানের চিফ অব স্টাফ গার্গেই গুলিয়াস সাংবাদিকদের বলেন, "প্রাদুর্ভাবের কারণ কী, তা এখনও নিশ্চিত নয়। এমনকি একটি 'জৈব হামলা' কিনা, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।"

তিনি বলেন, 'এখন আমরা এতটুকু বলতে পারি, এটি প্রাকৃতিক উৎস থেকে এসেছে তা নিশ্চিত নয়। এটি কৃত্রিমভাবে তৈরি ভাইরাসও হতে পারে।'

তিনি আরো বলেন, 'জৈব হামলার' সন্দেহটি একটি বিদেশি পরীক্ষাগারের কাছ থেকে প্রাপ্ত মৌখিক তথ্যের ভিত্তিতে বলা হচ্ছে। যেটি এখনও পুরোপুরি প্রমাণিত নয়।

আপাতত আর কোনো নতুন প্রাদুর্ভাব ধরা পড়েনি।'

ফুট-অ্যান্ড-মাউথ রোগ মানবদেহে সংক্রমণ ঘটায় না। তবে গরু, শূকর, ছাগল ও ভেড়ার মতো খুরওয়ালা পশুদের জ্বর ও মুখে ফোসকার সৃষ্টি করে এবং এ ধরনের প্রাদুর্ভাব প্রায়শই বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা ডেকে আনে।

রোগটির খবর প্রথম পাওয়া যায় মার্চের মাঝামাঝি সময়ে। তখন হাঙ্গেরির উত্তরের গিওর-মোসন-সোপ্রোন কাউন্টিতে ৩,৫০০-এর বেশি গরু হত্যা করা হয়।

গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুতি মেনে নেবে না সৌদি আরব: পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকা থেকে ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুতি সৌদি আরব কোনোভাবেই মেনে নেবে না বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান। তিনি বলেছেন, গাজা উপত্যকা থেকে ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক স্থানান্তরের যে কোনো প্রচেষ্টাকে সৌদি আরব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে, তা যে অজুহাতেই হোক না কেন।

শুক্রবার (১১ এপ্রিল) তুরস্কে আন্টালিয়া কূটনীতি ফোরামের সাইডলাইনে অনুষ্ঠিত গাজা কন্টাক্ট গ্রুপের বৈঠকের পর এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। তিনি গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রণয়নের নিন্দা জানান। তিনি বলেন, 'যখন ফিলিস্তিনিরা জীবনের সবচেয়ে মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত থাকে, তখন স্বেচ্ছায় অভিবাসনের কথা গ্রহণযোগ্য নয়।'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজা থেকে ২১ লাখ ফিলিস্তিনিকে বাস্তুচ্যুত করার এবং উপত্যকাকে 'মধ্যপ্রাচ্যের রিভিয়েরা'য় রূপান্তর করার প্রস্তাব করেছেন। সৌদি মন্ত্রী গাজায় তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানান এবং অবরুদ্ধ ছিটমহলে মানবিক সাহায্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার জরুরি প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলেন।

১৯ জানুয়ারির যুদ্ধবিরতি এবং বন্দি বিনিময় চুক্তি ভেঙে ১৮ মার্চ ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী গাজায় নতুন করে আক্রমণ চালায়।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের প্রতিশোধমূলক হামলার পর থেকে গাজায় ৫০,৮০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। সামরিক তাণ্ডবের ফলে উপত্যকাটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং এটি প্রায় বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

গত নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গাজায় যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য কট্টর ইহুদিবাদী প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং তার প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। যুদ্ধের জন্য ইসরায়েল আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যা মামলারও মুখোমুখি।

ফরেন অ্যাফেয়ার্স ম্যাগাজিন

জার্মানির সামরিকীকরণ ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটাতে পারে

আপনজন ডেস্ক: সামরিক শক্তি বাড়ানোর জন্য জার্মানির বৃহত্তর প্রচেষ্টা ইউরোপে জাতীয়তাবাদী মনোভাব বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে। সেই সঙ্গে এটি মার্কিন প্রভাবকে দুর্বল করতে পারে এবং মহাদেশটিতে ক্ষমতার ভারসাম্যকে বিপর্যস্ত করতে পারে। ফরেন অ্যাফেয়ার্স ম্যাগাজিন এমনটি বলছে।

ম্যাগাজিনের মতে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর জার্মানি 'এমন একটি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র আর নির্ভরযোগ্যভাবে ইউরোপের নিরাপত্তার নিশ্চয়তায় থাকবে না'। এই লক্ষ্যে সরকারি ব্যয়কে সীমাবদ্ধ করে - এমন ঋণ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জার্মান সরকার।

ম্যাগাজিনটি বলছে, এটি জার্মানির জন্য সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির দরজা খুলে দেবে এবং বার্লিন মার্কিন সহায়তার ওপর নির্ভরতা ত্যাগ করতে পারবে।

ফরেন অ্যাফেয়ার্স উল্লেখ ম্যাগাজিন করেছে, জার্মানির সামরিক সম্প্রসারণ ইউরোপের জন্য গুরুতর পরিণতি বয়ে আনতে পারে। এটি বার্লিনকে 'নতুন স্বাধীনতা' দেবে এবং শক্তিশালী জার্মান সেনাবাহিনী ইইউতে ক্ষমতার ভঙ্গুর ভারসাম্যকে বিপর্যস্ত করতে পারে।

প্রতিবেশীদের মধ্যে এবং ভবিষ্যতে জার্মানিই জাতীয়তাবাদের উত্থানের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

ম্যাগাজিনটি পরামর্শ দিয়েছে, যদি 'নতুন জার্মানিতে' উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় আসেন, তাহলে তারা দেশের সীমানা পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করতে পারেন, অথবা 'সামরিক ব্ল্যাকমেইল' করতে পারেন।

২২ মার্চ জার্মান প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক-ওয়াল্টার স্টেইনমায়ার একটি সাংবিধানিক সংশোধনীতে সই করেছেন। এর ফলে ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা ব্যয় এবং ৫০০ বিলিয়ন ইউরোর একটি বিশেষ অবকাঠামো তহবিলের জন্য তথাকথিত ঋণ-বিরতি শিথিল হবে। বিশেষজ্ঞরা এই আর্থিক প্যাকেজটিকে ঐতিহাসিক বলে মনে করেন। কারণ, মোট বিনিয়োগের পরিমাণ এক থেকে দেড় ট্রিলিয়ন ইউরো হতে পারে।

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের মতে, জার্মানি সামরিকীকরণের পথ তৈরি করেছে এবং চার বছরের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য ইউরোপীয় কমিশনের প্রস্তাবিত ৮০০ বিলিয়ন ইউরো পুনর্সজ্জিতকরণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ঋণ আদায়ের পরিকল্পনা করছে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও জার্মানিতে নাৎসি মতাদর্শের প্রকাশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪ মার্চ ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন বলেন, তিনি ইইউ নেতাদের কাছে ৮০০ বিলিয়ন ইউরোর বাজেটের মাধ্যমে এই সংস্থাকে পুনর্গঠনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তাব করেছেন। এতে শর্ত দেওয়া হয়েছে, ইউরোপীয় কমিশন ইইউ'র সামরিক শিল্পে ১৫০ বিলিয়ন ইউরো বিনিয়োগের জন্য প্যান-ইউরোপীয় ঋণ গ্রহণ করবে। এই কৌশলে ইইউ দেশগুলোর সামরিক চাহিদার জন্য বিনিয়োগকে উদ্দীপিত করার (২০৩০ সালের মধ্যে ৬৫০ বিলিয়ন ইউরো) পরিকল্পনা করা হয়েছে।

তানজানিয়ার বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ

আপনজন ডেস্ক: তানজানিয়ার বিরোধী নেতা তুন্ডু লিসুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছে, এজন্য তাকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হতে পারে। এই অভিযোগে তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয়েছে, যা তানজানিয়ার রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। তুন্ডু লিসু, যিনি চাদেরমা দলের সভাপতি, বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) রাজদ্রোহের অভিযোগে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত হয়েছেন। এই অভিযোগটি সংক্রান্ত ঘটনায় লিসুকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল রুভুমায় একটি রাজনৈতিক সমাবেশের পর গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগে বলা হয়, লিসু তার বক্তব্যে জনগণকে বিদ্রোহে উসকানি দিয়েছেন এবং অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার ডাক দিয়েছেন। এমন বক্তব্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তুন্ডু লিসু ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জন মাগুফুলির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তিনি দার-এস-সালাম শহরের কিসুটু ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাজির হয়ে অভিযোগ শুনেছেন। তবে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে আদালতে তার কোন বক্তব্য নেওয়া হয়নি, যেহেতু এটি উচ্চতর আদালতে বিচারাধীন। তবে একটি ভিন্ন অভিযোগের ক্ষেত্রে তিনি মিথ্যা তথ্য প্রকাশের অভিযোগে ন্যায়বিচারের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। লিসুর আইনজীবী রুগেমেলেজা নশালা এই অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, "এটি একেবারেই রাজনৈতিক। আমার ক্লায়েন্ট তার দলের সমর্থকদের সামনে দলের নির্বাচনী সংস্করণের কথা বলছিলেন।" লিসু ২০১৭ সালে এক হামলায় হত্যাচেষ্টার শিকার হয়েছিলেন এবং সে সময় তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। এরপর থেকে তিনি বেলজিয়ামে নির্বাসিত ছিলেন, তবে ২০২৩ সালে তিনি তানজানিয়ায় ফিরেছেন।

স্কুলের ওপর ৫০০ পাউন্ডের দুটি বোমা ফেলল মিয়ানমার জান্তা

আপনজন ডেস্ক: ভয়াবহ ভূমিকম্পের পরও মিয়ানমারজুড়ে তীব্র হামলা অব্যাহত রেখেছে জান্তা সরকার। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ইরাবতি জানিয়েছে, সাগাইং অঞ্চল এবং চিন রাজ্যে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর জান্তার বিমান হামলায় ৩০ জনেরও বেশি বেসামরিক নিহত হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুসারে, জান্তা বাহিনীর নৃশংসতা পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা কাওলিন ইনফো জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) বিকেলে সাগাইং অঞ্চলের কাওলিন টাউনশিপের ইন পিন হ্লা গ্রামের একটি স্কুলে সরকারি যোদ্ধারা দুটি ৫০০ পাউন্ড ওজনের বোমা নিক্ষেপ করে। এর ফলে এক শিশুসহ ৩ জন নিহত হয়।

২৮ মার্চের ভূমিকম্পে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হওয়ার পর ঘোষিত যুদ্ধবিরতি ২২ এপ্রিল পর্যন্ত স্থায়ী হওয়ার কথা ছিল। জাতিসংঘ উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছে, ভূমিকম্পের পর দেশজুড়ে ১২০টিরও বেশি আক্রমণ চালানো হয়েছে। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি হামলা যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর ঘটেছে।

ইরাবতির প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বুধবার বিকেলে উত্তর সাগাইং অঞ্চলের ওনথো টাউনশিপ সংলগ্ন নানখাম গ্রামে জান্তা বিমান বাহিনী একটি গ্রামের খাবারের দোকান এবং একটি সরকারি হাসপাতালের কাছে ক্যাফেতে বোমা হামলা চালায়। এর ফলে শিশুসহ বেশ কয়েকজন নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়।

এরও দুই দিন আগে কাচিন ইন্ডিপেন্ডেন্স আর্মি, অল বার্মা স্টুডেন্টস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট এবং প্রতিরোধ মিত্ররা নানখাম গ্রামের প্রায় ৪৬ কিলোমিটার উত্তরে ইন্দাউ শহর দখল করে। বুধবার সন্ধ্যায় নেপিদো বিমানঘাঁটি থেকে একটি ফাইটের জেট দক্ষিণ চিন রাজ্যের মিন্দাত টাউনশিপের পিউই গ্রামে দুটি ৫০০ পাউন্ড বোমা ফেলেছে বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন।

বিমান হামলায় একজন যাজক এবং আট মাস বয়সী এক শিশুসহ ছয় গ্রামবাসী নিহত হয়। বিমান হামলায় একটি গির্জাসহ দশটি ভবন ধ্বংস হয়ে যায়।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উত্তর চিন রাজ্যের টেডিম টাউনশিপের সাইজাং গ্রামে জান্তা বিমান হামলায় একটি পরিবারের ছয় সদস্য নিহত হয়। বিমান হামলায় বাড়িঘর এবং একটি স্কুল লাইব্রেরি সহ চারটি ভবন ধ্বংস হয়ে যায় এবং গ্রামবাসীরা কাছের জঙ্গলে পালিয়ে যায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মধ্যপ্রাচ্যে আরেকটি মার্কিন রণতরী মোতায়েন, উত্তেজনা

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইল তাদের গুপ্তচর সংস্থার এক প্রতিবেদনের মাধ্যমে স্বীকার করেছে যে, ইয়েমেন একটি আঞ্চলিক শক্তি এবং তাদের সামরিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে উচ্চ স্তরের স্বাধীনতা রয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, সানার এই স্বাধীনতাই মূলত লোহিত সাগর ও এর সংলগ্ন জলপথে ইয়েমেনের সামরিক কার্যকলাপ রোধে ইসরাইল, আমেরিকা ও তাদের মিত্রদের প্রচেষ্টাকে ব্যাপকভাবে জটিল করে তুলেছে। মার্কিন রণতরী ও যুদ্ধজাহাজে ইয়েমেনি সামরিক বাহিনীর একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ইসরাইল। যদিও তারা যৌথভাবে এখনো ইয়েমেনের বিভিন্ন অঞ্চলে বিমান হামলা চালিয়ে নারী ও শিশুসহ নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের জলসীমায় মার্কিন সামরিক উপস্থিতি আরও জোরদার হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (CENTCOM) জানিয়েছে, ইতোমধ্যেই ইউএসএস কার্ল ভিনসন নামের আরেকটি বিমানবাহী রণতরী মধ্যপ্রাচ্যে এসে পৌঁছেছে। রণতরীটি সম্প্রতি ওই অঞ্চলে আগে থেকেই মোতায়েন করা ইউএসএস হ্যারি এস ট্রুম্যান-এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সেন্টকম বৃহস্পতিবার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। যেখানে রণতরীগুলোর ডেকে ক্ষেপণাস্ত্রবাহী বিমান উড্ডয়নের দৃশ্য দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের এই বিমানবাহী রণতরী মোতায়েনের সময়কালটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ গত এক মাসে যুক্তরাষ্ট্র ইয়েমেনে ২০০টিরও বেশি বিমান হামলা চালিয়েছে। গত ১৫ মার্চ থেকে শুরু হওয়া এই হামলায় অন্তত অর্ধশতাধিক ইয়েমেনি নিহত হয়েছেন। ইয়েমেনে তাদের এই সামরিক অভিযান শুরু হয় দেশটির সশস্ত্র গোষ্ঠী আনসারুল্লাহর (হুথি) এক ঘোষণার পর। ওই ঘোষণায় গোষ্ঠী জানিয়েছিল, গাজায় ইসরাইলের চলমান আগ্রাসনের প্রতিবাদ হিসেবে তারা ইসরাইলগামী যে কোনো জাহাজে আবার আক্রমণ শুরু করবে। আনসারুল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী, ইয়েমেনের সামরিক বাহিনী সেদিন থেকে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে মার্কিন রণতরী ও ইসরাইলি অবস্থানে হামলা চালিয়েছে। এর মধ্যে কয়েকবার হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রও ব্যবহার করেছে দেশটি। তাদের দাবি, গাজায় ইসরাইলের অবরোধ ও আগ্রাসন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাদের এই হামলা অব্যাহত থাকবে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০০মি.

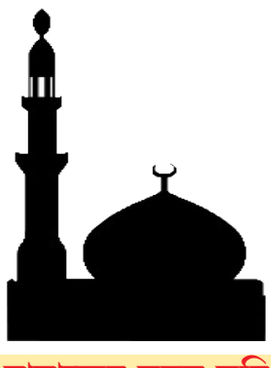

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫৬	৫.১৮
যোহর	১১.৪২	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৬.০০	
এশা	৭.১১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৯	

আরব আমিরাতের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ

আপনজন ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিরুদ্ধে গণহত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছে সুদান।স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) নেদারল্যান্ডসের হেগে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) শুনানিতে এই অভিযোগ আনে খার্তুম।

সুদান বলেছে, দারফুরে আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)-এর মাসালিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গণহত্যা সংযুক্ত আরব আমিরাতের সমর্থন ছাড়া সম্ভব ছিল না।

আমিরাতের সঙ্গে এফটিএ নিয়ে আলোচনা ইইউর

আপনজন ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে (ইউএই) মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) নিয়ে আলোচনা শুরু করার বিষয়ে একমত হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মেদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান এ বিষয়টি জানিয়েছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে ইইউ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেয়েনের সঙ্গে শেখ মোহামেদের একান্ত ফোনালাপ হয়েছে। আলোচনায় তারা একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরুর বিষয়ে একমত হন। মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির ব্যাপারে এ ঘোষণা ইইউ এমন সময়ে দিলো যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিসিপ্রক্যাল ট্যারিফ (পাল্টা শুল্ক) আরোপ নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। যদিও ট্রাম্প চীন বাদে অন্যান্য দেশগুলোর ওপর এই শুল্কারোপের সিদ্ধান্তে তিন মাসের স্থগিতাদেশ দিয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে শেখ মোহাম্মেদ বলেন, 'সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দৃঢ় এবং দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক রয়েছে।

নিউইয়র্কে নদীতে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, শিশুসহ নিহত ৬

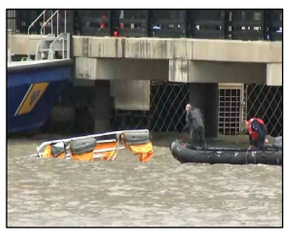

আপনজন ডেস্ক: নিউইয়র্কের হাডসন নদীর ওপর হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ৩ শিশুসহ অন্তত ৬ জন নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে ৫ জন স্পেনের নাগরিক এবং অপরজন ছিলেন পাইলট। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদন এ তথ্য জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিধ্বস্ত হওয়ার আগে হেলিকপ্টারটি ম্যানহাটনের আশেপাশের আকাশে প্রায় ১৫ মিনিট ধরে উড়ছিল বলে জানা গেছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, হেলিকপ্টারটি পানিতে আংশিকভাবে ডুবে আছে এবং জরুরি কর্মীরা উদ্ধার কাজ চালাচ্ছেন।

নিউইয়র্ক পুলিশ জানায়, নিউজার্সির উপকূল ধরে যেতে জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজ এলাকায় বাঁক নেওয়ার পরই হেলিকপ্টারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিধ্বস্ত হয়। পরে দ্রুতই জরুরি সেবার কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং উদ্ধার অভিযান শুরু করে। দুর্ঘটনাস্থলেই চারজন মারা যান। বাকি দুজন মারা যান হাসপাতালে নেওয়ার পর।

এদিকে, হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। নিহতদের পরিবারের প্রতি শোক জানিয়েছেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস।

দক্ষিণ কোরিয়ায় দাবানল নিয়ন্ত্রণে সামরিক হেলিকপ্টার মোতায়েন

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মাঝখানে থাকা বাফার জোন বা ডিমিলিটারাইজড জোনে ছড়িয়ে পড়া দাবানল নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী। আজ শুক্রবার (১১ এপ্রিল) সিউল জানায়, আগুন নেভাতে সামরিক হেলিকপ্টার মোতায়েন করা হয়েছে। গত মাসে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ দাবানলে ৩০ জনের বেশি প্রাণ হারানোর পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দেশটির জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ জানিয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ার গ্যাংওন প্রদেশের গোসিওং এলাকায় বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) বিকেলে আগুন লাগে। আগুন লাগার কারণ এখনো জানা যায়নি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই দক্ষিণ কোরিয়া ফরেস্ট সার্ভিসের দুইটি হেলিকপ্টার আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি বলে জানায় কর্তৃপক্ষ।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব স্পষ্টভাবে পড়ছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। চলতি বছর দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে গড়ের চেয়ে অনেক কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। অতিরিক্ত গরম ও শুষ্ক আবহাওয়া দাবানল ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ১৯৫০-৫৩ সালে একটি যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে কোরিয়া যুদ্ধ শেষ হলেও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হয়নি।

প্রথম নজর

ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে সভা বড়ঞায়

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: ওয়াকফের বিলের প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার ডাকবাংলায় পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাল হাজার হাজার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। শুক্রবার জুম্মাবারের দিন ওয়াকফ নিয়ে বড়ঞা থানার ডাকবাংলা গবাদি পশু হাট সংলগ্নে এলাকায় সমাবেশ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যত ধুইয়ে দিলেন সংখ্যালঘুরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যের বিভিন্ন সংখ্যালঘু সংগঠনগুলোর উদ্যোগে বড়ঞা থানার ডাকবাংলা মোড়ে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে কেন্দ্রের নতুন ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল নিয়ে আলোচনা হয়। সভার পরই শুরু হয় বিক্ষোভ। ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে স্লোগান তোলেন সংখ্যালঘুরা। ফলে বাহাদুরপুর মোড় কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এই দিন বড়ঞা ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম থেকে ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে হাজার হাজার মানুষ সম্মিলিত হয় ডাকবাংলা মোড়ে। ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। আলেম উলামা গণ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই এবং সমস্ত ধর্মের মানুষ এর প্রতিবাদ জানাই।

ওয়াকফ বিল বিরোধিতায় আলিয়ার পড়ুয়ারা

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● কলকাতা

আপনজন: ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে রাজপথে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা আজ শুক্রবার আন্দোলন করলো। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাস থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে পার্ক সার্কাস সেভেন্ট পয়েন্ট মিছিল যাওয়ার পর পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে মিছিল আটকানোর চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। পড়ুয়ারা এগিয়ে গিয়ে ব্যারিকেড ভেঙ্গে সেভেন্ট পয়েন্টে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে যার ফলে কলকাতা শহরের বিভিন্ন রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। আলিয়া পড়ুয়াদের দাবি নুতন ওয়াকফ আইন দ্রুত বাতিল করা হয়। আগামীতে দ্রুত ওয়াকফ আইন বাতিল না হলে আলিয়া থেকে মহামিছিল করে রাজপথ অবরুদ্ধ করার হুঁশিয়ারি দেন নেতৃত্ব।

নিমতৌড়িতে ওয়াকফ আইন বিরোধী সভায় বিপুল সমাগম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকার রক্ষণাবেক্ষণ করার দাবি জানালেও এই আইন প্রয়োগ করে মূলত সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করতে চাইছে। এ বিষয়ে সমগ্র দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ডেপুটেশন কর্মসূচি ও বিক্ষোভ সমাবেশ চলছে। এ প্রসঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনিক ভবন অর্থাৎ নিমতৌড়িতে এক পথসভা এবং ডি.এম অফিসে ডেপুটেশনের ডাক দিয়েছিলেন সমাজকর্মী ওমর ফারুক এবং তৌহিদ আহমেদ খান। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে ডি এম অফিসের সামনে বিপুল মানুষের সমাগম গতে দেখা যায়। প্রোগ্রাম আহ্বায়ক ওমর ফারুক বলেন, ২২শে এপ্রিল রাজভবন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। আহ্বায়ক তৌহিদ আহমেদ খান বলেন, শুধুমাত্র রাস্তার আন্দোলনকে সংগঠিত করলেই চলবে না তার সঙ্গে সঙ্গে আইনি লড়াইও চালিয়ে যেতে হবে। সমাবেশ সফল করতে বিশেষভাবে এগিয়ে আসেন রাষ্ট্রীয় গৌরব সম্মান প্রাপক সেখ মাতিন । ডেপুটেশন কর্মসূচির যুগ্ম আহবায়কের ডাকে সাড়া দিয়ে উপস্থিত ছিলেন জমিয়াতে উলামায়ে হিন্দ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক আবদুস সামাদ, জামাতে ইসলামী হিন্দের পক্ষ থেকে মির্জা সরিফুল হাসান ও হাজী নুরুল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মিল্লি ইত্তেহাদ পরিষদের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক মির্জা রবিউল হক, নন্দকুমার মসজিদের পেস ইমাম হাসিবুর রহমান প্রমুখ।

ওয়াকফ বিল সংবিধানের উল্লংঘন: ছোটন দাস

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: ওয়াকফ সম্পত্তি বাঁচাতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় বসিরহাট থানার অন্তর্গত রামনগর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ এই সভায় অংশ নেই। এদিন উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী মোফাক্কিরুল ইসলাম, বসিরহাট কোর্টের আইনজীবী অরিন্দম গোলদার, পশ্চিমবঙ্গ বন্দি মুক্তি মোর্চার সম্পাদক ছোটন দাস, হাদিপুর সিনিয়র মাদ্রাসা প্রধান শিক্ষক মাওলানা রুহুল আমিন, মালতীপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শাহনাওয়াজ,মুফতি মাওলানা হারুন অর রশিদ,টাকি রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষিক তুষার মন্ডল সহ একাধিক বিশিষ্টজনেরা।প্রতিবাদ সভায় বক্তারা অভিযোগ করেন যে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান লঙ্ঘন করে ওয়াকফ সংশোধনী বিল প্রণয়ন করছে। ছোটন দাস বলেন, ‘ওয়াকফ সংশোধনী বিল একটি ষড়যন্ত্র, যার মাধ্যমে মুসলিমদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা চলছে। বিজেপি এই পরিকল্পনায় সফল হবে না।’ এদিন আইনজীবী মোফাক্কিরুল ইসলাম বলেন,বিলটি ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিম সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি এবং সরকারের ভূমিকা বৃদ্ধির প্রস্তাব করে, যা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমালোচকরা মনে করেন, এই বিল মুসলিমদের সম্পত্তির অধিকার খর্ব করতে পারে এবং সংখ্যালঘুদের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে পারে। সরকারের দাবি, এই পরিবর্তনগুলি দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং বৈচিত্র্য বাড়ানোর জন্য করা হচ্ছে, তবে বিরোধীরা একে সংখ্যালঘুদের অধিকার দুর্বল করার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখছেন। তিনি জানান আগামী ২৬শে এপ্রিল ব্রিগেড সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের ডাকে। সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। অন্যদিকে বাদুড়িয়ায় ওয়াকফ বিলের বিরোধিতায় বিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়। কয়েক ঘন্টা ধরে পথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করে।যার ফলে ব্যাপক জানজটের সৃষ্টি হয়।

আমতলায় ওয়াকফ বিরোধী মিছিলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি

বাইজিদ মন্ডল ● আমতলা

আপনজন: কেনো বারংবার এরকম ধরনের ঘটনা ঘটছে, পুলিশের সঙ্গে আন্দোলন কারীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি। আইনশৃঙ্খলা সামলাতে গিয়ে একাংশের আক্রমণের মুখে মাঝে মধ্যেই পড়তে হয় পুলিশ বাহিনী। হুগলির চাঁপদানীর পর পুলিশের সঙ্গে আন্দোলন কারীদের এমন ঘটনা ঘটলো আমতলায়ও। এদিন শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার আমতলায়,ঘটনার জেরে অবরুদ্ধ ১১৭ জাতীয় সড়ক।স্থানীয় সূত্রের খবর, ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে এদিন এলাকায় মিছিল করছিল মুসলিম ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ জন। পুলিশ সূত্রে খবর নিরাপত্তা দেখভালের জন্য রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন পুলিশের কর্মীরাও।অভিযোগ, আচমকা পুলিশের গাড়িতে আক্রমণ চালানো হয়। ঘটনায় বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী জখমও হয়েছেন বলে খবর। এই খবর পেয়ে পুলিশের বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়। পুলিশের বিরুদ্ধে পাল্টা মারধরের অভিযোগ এনেছেন আন্দোলন কারীরা। পুলিশের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ এনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় আন্দোলন কারীরা। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। উত্তেজনা থাকায় এলাকাতেই অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে ওয়াকফ আইন বাতিলের দাবিতে সব মিছিল হচ্ছে, সেখান থেকেই কেন বা পুলিশের সঙ্গে আন্দোলন কারীদের মধ্যে এমন আক্রমণ হচ্ছে, সে বিষয়ে গোয়েন্দা দপ্তরের উচিত বিশদ তদন্ত করা। কারণ মিছিল ও আন্দোলন কারীরা সাধারণত এই ধরনের হামলা করবে না, মমতার পরিচয় তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হতে পারে না। রাজ্য গোয়েন্দা দফতর থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনের উচিত বিষয়টিকে খতিয়ে দেখা। কেনো বারংবার এরকম ধরনের ঘটনা ঘটছে, পরবর্তীতে এরকম ধরনের ঘটনা না ঘটে।

ওয়াকফের ভোটাভুটিতে গরহাজির শতাব্দীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রদর্শন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: মুসলিমদের মসজিদ মাদ্রাসা ঈদগাহ দরগাহ কবরস্থানের সম্পত্তি বাঁচাতে বিজেপি সরকারের কালা কানুন ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে সিউড়ি ঈদগাহ ময়দান চলুন শুক্রবার বলে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ডাক দেওয়া হয়। সেই প্রেক্ষিতে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন সিউড়ি ঈদগাহ ময়দানে জমায়েত হয়। উল্লেখ্য এদিন শুক্রবার থাকায় ঈদগাহ ময়দানে জুম্মার নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের ইসলামী নিশান তথা পতাকা, জাতীয় পতাকা সহযোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয় এবং সিউড়ি বাজার, বাসষ্ট্যান্ড সহ বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে জমায়েত হয়। সেখানে সংগঠনের কয়েকজন প্রতিনিধি গিয়ে স্মারকলিপি পেশ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেন ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবি পৌঁছে যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ বলে জানা যায়। ওয়াকফ বিল প্রত্যাহার করানোর দাবিতে দৈনন্দিন জেলার বিভিন্ন স্থানে চলছে প্রতিবাদ কর্মসূচি। সেই সাথে কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন ভাবে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায়ের বিরুদ্ধে ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়। উল্লেখ্য ওয়াকফ বিল পাস করানোকে কেন্দ্র করে সাংসদের যে ভোটাভুটি হয় সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের তিন সাংসদ অনুপস্থিত থাকায় শুরু হয় নানান গুঞ্জন। বিশেষ করে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায় কে নিয়ে সমাজ মাধ্যম সহ মিছিলের মধ্যে ও তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন অনেকেই। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব এটিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে এড়িয়ে যায়। কয়েকদিন আগে মুরারই এলাকায় ওয়াকফ বিল বাতিলের মিছিলে শ্লোগান ওঠে সাইলেন্ট এমপি চাই না। শতাব্দী রায় অসুস্থ ছিলেন বলে ভোটাভুটিতে অংশ নিতে পারেননি বলে শতাব্দীর বক্তব্য। হাতে স্লাইনের ছুঁচ বাঁধা অবস্থায় সকলকে প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা চালান। সেটাই ভাইরাল হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে শতাব্দী রায় রাম নবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নেন। সেই ছবিও সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল করে ভোটের সময় দেখানোর হুঁশিয়ারি। আজ ফের সিউড়িতে অনুষ্ঠিত ওয়াকফ বিল বাতিলের মিছিলে শতাব্দীর ছবিতে কালি মাখিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এনিয়ে শুরু হয়েছে নানান গুঞ্জন। তাহলে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায় কি মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? এই প্রশ্ন বানে জর্জরিত হতে হচ্ছে তৃণমূল নেতৃত্বদের।

ওয়াকফ নিয়ে আইমার প্রতিবাদ সভা হলদিয়ায়

আনোয়ার হোসেন ● হলদিয়া

আপনজন: ওয়াকফ বিল পাসের বিরুদ্ধে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভবানীপুর থানার অন্তর্গত ব্রজলালচক মোড়ে আইমার প্রতিবাদ সভা শুক্রবার প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ করে আইমা। সর্বধর্ম সমন্বয়ে মানুষজন পথে নেমে বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করেন। হলদিয়ার আইমা ইউনিটের নেতৃত্ব সেক সেলিম বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার সংসদ ভবনে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জেরে এই ওয়াকাফ বিল বিরোধী সংসদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও জোর করে পাস করিয়ে নেয় কেন্দ্রীয় সরকার,পরবর্তীকালে তা রাতের অন্ধকারে রাষ্ট্রপতির সই এর মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়েছে।এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজ নের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। আইমার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মার্জেন হোসেন বলেন সংবিধান আমাদেরকে অধিকার দিয়েছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের মসজিদ, ঈদগা,মাদ্রাসা ও কবরস্থান দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই আইন পাস এর মধ্য দিয়ে তা কেড়ে নিতে চেয়েছে ।জেলা পর্যবেক্ষক বিষ্ণুপদ পন্ডা বলেন, আমরা কোনভাবেই এই আইন মেনে নেব না। তাই এরই প্রতিবাদে আমরা আগামি ২৬শে এপ্রিল কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছি। আইমার জেলা নেতৃত্ব স্বর্ণ কমল দাস আরো বলেন সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে আবেদন আপনারা সবাই সমাবেশে যোগদান করুন। এদিন এই পথসভা ও মিছিলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা ও পা মেলান সভায় উপস্থিত ছিলেন আইমার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে হাপিজুর রহমান,সেক ইব্রাহিম, সেক জাবেদ আলী সহ অনেকেই। এই সভায় সমাজসেবীসহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

চাকুলিয়ায় ওয়াকফ বিল বিরোধী সভায় মানুষের ঢল

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: ওয়াকফ সংশোধনী আইন ২০২৫-এর প্রতিবাদে উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়া এলাকায় ইতিহাসে প্রথমবার দেখা গেল এত বড় অরাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলন। শুক্রবার পাটহাট্টি মোড় থেকে শুরু হওয়া এই বিশাল মিছিল শেষ হয় শীরসি মাদ্রাসা ময়দানে, যেখানে ইমাম সাহেবদের বক্তব্যে প্রতিবাদের সুর আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এই উদ্যোগের পেছনে ছিল চাকুলিয়ার সচেতন যুবসমাজ ও ইমামদের ঐক্যবদ্ধ ডাক। মসজিদ আলাম, ইসারে জামিলা আক্তার ও নাসিম আখতারের মতো স্থানীয় ব্যক্তিত্বরা নেতৃত্বে ছিলেন, সাথে ছিলেন অন্ত্র এলাকার তরুণরাও। শয়ে শয়ে মানুষ বিভিন্ন গ্রাম থেকে এসে এই ঐতিহাসিক কর্মসূচিতে অংশ নেন। প্রশাসনের সহযোগিতাও ছিল প্রশংসনীয়। এই আন্দোলন প্রমাণ করে, জনতার ঐক্য ও সচেতনতা থাকলে যে কোনও অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পথে আওয়াজ তোলা সম্ভব।

ওয়াকফ আইন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ লালবাগ ও লালগোলায়

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সংশোধিত ওয়াকফ আইন বাতিলের দাবিতে শুক্রবার মুর্শিদাবাদের লালবাগ ও লালগোলা ব্লকের যশইতলা মোড়ে বিক্ষোভ দেখায় সাধারণ মানুষ। জুম্মার নামাজের পর লালবাগের জেলখানা মোড় থেকে একটি বিশাল মিছিল বের হয়, যা চকবাজার মোড়, দক্ষিণ দরজা, পাঁচরাহা, এসডিও মোড় হয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তা অতিক্রম করে আস্তাবল ময়দানে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় একটি সভা, যেখানে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন মসজিদের ইমামরা, আইনজীবী ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অন্যদিকে, লালগোলা ব্লকের যশইতলা মোড়েও কয়েক হাজার মানুষ জমায়েত হয়ে বিক্ষোভে অংশ নেন। উভয় স্থানে বিক্ষোভকারীরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কুশপুতুল দাহ করে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পুলিশের সক্রিয় নজরদারির মধ্যেও বিক্ষোভ মিছিল ও সভা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় এদিন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, সংশোধিত ওয়াকফ আইন সংখ্যালঘুদের অধিকার হরণ করছে। এই আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তারা।

ওয়াকফ বিল বিরোধী সভা হরিহরপাড়ায়

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে এক বিশাল মহা মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করল সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া এসডিপিআই। শুক্রবার বিকেল মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার কিষাণ মান্ডি মাঠ থেকে এই মিছিল শুরু হয়ে হরিহরপাড়া ফুটবল ময়দানে গিয়ে শেষ হয়। এরপর সেখানেই আয়োজিত হয় এক জনসভা। এই মিছিলে এসডিপিআই এর নেতাকর্মীদের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করেন হরিহরপাড়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা ও সাধারণ মানুষও। স্লোগান ও প্ল্যাকার্ড হাতে, আইন প্রত্যাহারের দাবি তুলে তারা রাস্তায় নামেন। পথসভায় উপস্থিত ছিলেন এসডিপিআই-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হাসিবুল ইসলাম, হরিহরপাড়া বিধানসভার সভাপতি মিজানুর রহমান, কমিটির সদস্য হুমায়ূন কবির ও অন্যান্য নেতৃত্ব।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে ব্রিগেড সভার প্রস্তুতি ফুরফুরায়

সেখ আব্দুল আজিম ● ফুরফুরা

আপনজন: ২৬ এপ্রিল নয়া ওয়াকাফ বিলের বিরুদ্ধে ব্রিগেড সভায় প্রস্তুতি শুরু হল ফুরফুরা শরীফে। কেন্দ্রীয় সরকারের অসাংবিধানিক ওয়াকাফ বিলের বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের উদ্যোগে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আগামী ২৬ শে এপ্রিল সভা অনুষ্ঠিত হবে। তারই প্রস্তুতি সভা হয় শুক্রবার। এদিন ফুরফুরা শরীফে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য মাওলানা কামরুজ্জামান সাহেবের উপস্থিতিতে একাধিক পীরজাদার সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাদের কাছে আর্জি জানানো হয় যাতে বেশি করে মানুষ ব্রিগেডে এসে বিক্ষোভে শামিল হন।

ওয়াকফ আইন বাতিল করার দাবিতে বনগাঁয় বিক্ষোভ মিছিল

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরি করা সংশোধিত ওয়াকফ আইন বাতিলের দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল হল বনগাঁয়। ‘সংখ্যালঘু মুসলিম নাগরিক সমাজ’-এর পক্ষ থেকে এই মিছিলে নয়া ওয়াকফ আইনকে ‘কালা কানুন’ বলে অভিহিত করে অবিলম্বে তা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয় । শুক্রবার বিকেলে বনগাঁ মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ জাতীয় পতাকা ও বিভিন্ন দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন । মিছিলটি বনগাঁ শহরের বিভিন্ন সড়ক পরিক্রমা করে ত্রিকোণ পার্ক এলাকায় শেষ হয় । এখানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কাজী আরিফ রেজা, মাওলানা আবুল কালাম মণ্ডল, আলী মোর্তজা শাহাজী প্রমুখ । এদিন জুম্মা নামাজ শেষে বনগাঁ শহরের মতিগঞ্জে অবস্থিত হজরত পীর আব্দুল হাই সিদ্দিকীয়া হাফেজি মাদ্রাসা ও এতিমখানা ময়দানে মানুষজন প্রথমে জড়ো হন । এরপর প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হন । ‘সংখ্যালঘু মুসলিম নাগরিক সমাজ’-এর আহ্বায়ক আনিসুর জামান মণ্ডল জানান, ‘নতুন যে ওয়াকফ আইন কেন্দ্রীয় সরকার তৈরি করেছে তা একটি ‘কালা কানুন’। এই আইনকে ঢাল করে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত মুসলিমদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার । অবিলম্বে এই আইন প্রত্যাহার করতে হবে । এদিন কমপক্ষে পনেরো হাজারের বেশি মানুষ প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন । এই আইন প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ আন্দোলন জারি থাকবে’ বলেও জানিয়েছেন ‘সংখ্যালঘু মুসলিম নাগরিক সমাজ’-এর আহ্বায়ক আনিসুর জামান মণ্ডল ।

ওয়াকফ বিল প্রত্যাহার করার দাবি ঢোলায়

সাবির আহমেদ ● ঢোলাহাট

আপনজন: কেন্দ্র সরকারের অসাংবিধানিক ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাটে বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার বৈকাল ২ টা থেকে এক বিশাল প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। । সমাবেশ থেকে বক্তারা তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে কেন্দ্র সরকারের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর এই কালাকানুন চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দেন।বিশেষ করে বক্তাগণ আগামী ২৬ শে এপ্রিল অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের ডাকা বিগ্রেড সমাবেশে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের বিপুল মানুষকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানান। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাওলানা নুরুল্লাহ মোল্লা, উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা আবুল বাশার কাসেমী, ঢোলাহাট থানার কাজী নাসির উদ্দিন বৈদ্য, শিক্ষক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা লক্ষন মন্ডল, প্রবীণ সমাজ সেবক সমীর শেখর নাইয়া, সি পি ডি আর ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলা সহ সম্পাদক শিক্ষক এম ডি সিদ্দিকুল্লা লস্কর, ঢোলাহাট বাজার জামে মসজিদের ইমাম জাহিদুল ইসলাম, মাওলানা জামির হোসেন কাসেমী, শিক্ষক আজগার আলী মোল্লা, মাওলানা মইনুদ্দিন, মাওলানা ইকবাল,ইউসুফ পুরকাইত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সভার সঞ্চালক হিসেবে ছিলেন শিক্ষক জহির।

প্রথম নজর

বীরভূমজুড়ে তৃণমূলের প্রতিবাদ, ধিক্কার মিছিল

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ বি জে পি এবং সি পি আই এমের চক্রান্তের শিকার হয়েছেন প্রায় ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। সিপিআইএম এবং বিজেপিকে চক্রান্তকারী বলে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে শুক্রবার জেলা ব্যাপী ধিক্কার মিছিল সংগঠিত হয়। খয়রাশোল শৈলজানন্দ -ফাল্গুনী স্মৃতি মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা থেকে সুসজ্জিত মিছিল বের করে খয়রাসোল গোষ্ঠডাঙ্গাল পর্যন্ত পরিক্রমা করে। অনুরূপ রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লক ও শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এদিন রামপুরহাট তৃণমূল কার্যালয় থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়ে গোটা শহর পরিক্রমা করে। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ছাত্র পরিষদের নেতা অভিষেক ব্যানার্জি, রামপুরহাট তৃণমূলের যুব নেতা রাজিব শেখ, রামপুরহাট এক নম্বর ব্লকের সভাপতি নিহার মুখার্জী, পম্পা মুখার্জি, রামপুরহাট পৌরপতি সৌমেন ভকত প্রমুখ। অন্যদিকে খয়রাসোল এলাকায় মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সেখ জন, যুব সভাপতি নয়ন ঘোষ। এছাড়াও ছিলেন খয়রাসোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক শ্যামল কুমার গায়েন ও মৃনাল কান্তি ঘোষ এবং দুই সদস্য উজ্জ্বল হক কাদেরী ও কাঞ্চন কুমার দে সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

বিজেপি বিধায়ক নিখোঁজ!

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: -বিধায়িকা নিখোঁজ সন্ধান চাই। সৌজন্যেঃ ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যবৃন্দ।এমনই পোস্টার ঘিরে শুক্রবার সাত সকালে চাঞ্চল্য মালদা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়িকা শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর ছবি দিয়ে সন্ধান চাই পোস্টার দিলেন কেউ বা কারা। যদিও পোস্টারে নিচে লেখা রয়েছে সৌজন্য ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যবৃন্দ। তবে সত্যি সত্যিই বিজেপির সদস্যরা এই পোস্টার দিয়ে কিনা তা নিয়ে বেশ ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে ধোঁয়াশা থাকলেও এই ঘটনায় সাধারণ মানুষের সুরে সুর মিলিয়ে একই অভিযোগ করেন জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুন্ডু। শহরবাসীর একাংশের বক্তব্য, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী বিধায়িকা নির্বাচিত হওয়ার পর তার দেখা পাওয়া যায়নি। তাই হয়তো তাই তার দলের কর্মীরাই এই পোস্টার মেরেছেন। বিধায়িকার সন্ধান চাইছেন। এদিকে এই ঘটনায় সাধারণ মানুষের সুরে সুর মিলিয়ে একই অভিযোগ করেন জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুন্ডু।

বাম-বিজেপির ‘কালো হাত ভেঙে দাও’ স্লোগান তৃণমূলের মিছিলে

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: “সিপিআইএম ও বিজেপির কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও”–এই স্লোগানে মুখরিত হয়ে নবগ্রামে ধিক্কার মিছিল করল তৃণমূল যুব কংগ্রেস। চাকরি বাতিল হওয়া যোগ্য শিক্ষকদের পুনর্বহাল করার দাবি সহ একাধিক দাবিতে এদিন নবগ্রামের রাস্তায় নেমে আসে সংগঠনের যুবকর্মীরা। মিছিল শেষে আয়োজিত পথসভা থেকেও তোলা হয় নানা দাবি ও অভিযোগ। জানা গেছে, জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের আহ্বানে এবং নবগ্রাম ব্লক যুব তৃণমূলের সহযোগিতায় এই কর্মসূচি পালিত হয়। আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেন, সিপিআইএম ও বিজেপির চক্রান্তেই বাংলার হাজার হাজার যোগ্য শিক্ষক চাকরি হারিয়েছেন। সেই চাকরি ফেরতের দাবি জানানোর পাশাপাশি, জীবনদায়ী ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদ এবং ওয়াকফ আইন বাতিলের দাবিতেও আওয়াজ তোলেন তাঁরা। শুক্রবার বিকেলে নবগ্রামের কলেজ মোড় থেকে কালিতলা পর্যন্ত মিছিলটি সংগঠিত হয়। পথে পথেই বিভিন্ন স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। মিছিল শেষে একটি পথসভার মাধ্যমে কর্মসূচির পরিসমাপ্তি ঘটে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন– জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কামাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের স্নেহাশীষ চট্টোপাধ্যায়, মাস্টার সুজাউদ্দিন শেখ, যুবনেতা হাবিব শেখ, হেদায়েতুল্লাহ শেখ সহ বিভিন্ন অঞ্চল ও ব্লকের ছাত্র-যুব নেতৃত্ব।

মাদকবিরোধী সচেতনা সভা হরিহরপাড়ায়

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: স্বরূপপুরে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক সভা, মদের দোকান বন্ধের দাবি গ্রামবাসীদের। মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া ব্লকের স্বরূপপুর গ্রামে শুক্রবার দুপুরে এক মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়। যেখানে গ্রামবাসীরা সরব হন এলাকার মদের দোকান বন্ধের দাবিতে। এই সচেতনতামূলক সভায় উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি তমাল কুমার বিশ্বাস, হরিহরপাড়া থানার আইসি অরূপ কুমার রায়, এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ অন্যান্য সমাজসচেতন মানুষ।এই সভায় বক্তারা মাদক ও নেশার কুপ্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং সমাজকে নেশামুক্ত করার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। পাশাপাশি গ্রামবাসীরা ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারেরও দাবি জানান, যা নিয়ে স্থানীয় স্তরে নানা বিতর্ক ও অসন্তোষ রয়েছে। এদিনের সভায় অংশগ্রহণকারীরা ‘নেশা মুক্ত সমাজ গড়ে তুলি’ শ্লোগানে মুখরিত হয়ে এলাকায় সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেন।

শিশু, গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি যুক্ত খাদ্য বিলি

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন:পর্যাপ্ত পুষ্টির মান বজায় রাখতে ‘অপুষ্ট শিশু ও ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী’ মায়েদের অতিরিক্ত পুষ্টিযুক্ত খাবার বিতরণ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের বিনশিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী মায়েদের অতিরিক্ত পুষ্টিযুক্ত খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ৪ নং বিনসিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অঞ্জলি পাহান, গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পার্থ লাহা, সেক্রেটারি অমিত দাস সহ আরো অনেকে। ২৫ জন অপুষ্ট শিশু ও ২০ জন ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টিযুক্ত খাদ্য বিতরণ করা হয় এদিন।

চাকরি বাতিলের প্রতিবাদে কৃষ্ণনগরে মিছিল তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: চাকরি বাতিলের প্রতিবাদে পথে কৃষ্ণনগরে মিছিল তৃণমূল।সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর দিশাহারা অবস্থা চাকরিহারা শিক্ষকশিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়েছেন, তিনি যোগ্যদের পাশে থাকবেন। চাকরিহারাদের স্কুলে যাওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।২৬০০০ চাকরি বাতিলের পর উত্তাল গোটা রাজ্য। কলকাতা থেকে জেলায় জেলায় রাস্তায় নেবে বিক্ষোভ প্রতিবাদ করছে চাকরি বাতিল শিক্ষক শিক্ষিকারা। এবার পাল্টা প্রতিবাদে বিক্ষোভ তৃণমূলের। যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের পাশে থাকতেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয় তৃণমূলের তরফে। শুক্রবার নদীয়ার কৃষ্ণনগরের ডি এল কলেজের সামনে থেকে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের সমর্থনে এক প্রতিবাদী মিছিল বের করে যুব তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। প্রতিবাদী মিছিলের মধ্যে দিয়ে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও সিপিএম নেতা এবং আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের কুশ পুতুল দাহ করে তারা। প্রতিবাদী মিছিলের মধ্যে দিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের হুঁশিয়ারি,, রাজ্যে ২৬ হাজার চাকরি চলে যাওয়ার নিরিখে একমাত্র দায়ী বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিকাশ অঞ্জন ভট্টাচার্য। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের জন্য আজ সর্বস্বান্ত হলো যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং তৃণমূলের সমস্ত শাখা সংগঠন সমস্ত চাকরি হাড়া দের পাশে রয়েছে, আগামী দিনেও থাকবে।দাহ করা হয় আইনজীবী বিকাশ অঞ্জন ভট্টাচার্য ও প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কুশপুতুল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বহরমপুর গার্লস কলেজে আলোচনা চক্র

ফারুক আহমেদ ● বহরমপুর

আপনজন: বহরমপুর গার্লস কলেজ বাংলা বিভাগের উদ্যোগে বুধবার আয়োজিত হল ‘ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ: বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক স্তরের আলোচনা চক্র। আলোচনাচক্রে দেশ-বিদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দেড় শতাধিক গবেষক, শিক্ষক, অধ্যাপকেরা অংশগ্রহণ করেন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. নন্দিনী ব্যানার্জি, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. সুজিত কুমার পাল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. সেলিম বক্স মন্ডল, বাংলাদেশের সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শামস আলদীন। আলোচনা চক্রে মোট ৬৩ টি গবেষণাপত্র গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীরা এতে অংশগ্রহণ করেন।

ইলামবাজারে তৃণমূলের ধিক্কার মিছিল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বিজেপি ও সিপিএমের যৌথ ষড়যন্ত্রে রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। এমনই অভিযোগ তুলে ও তার প্রতিবাদে বীরভূম জেলায় ইলাম বাজারে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস ও ইলামবাজার ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে ধিক্কার মিছিল করা হয়। শুধু তাই নয়, কেন্দ্র সরকার রান্নার গ্যাস ও ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদও করা হয় এই ধিক্কার মিছিলে। ইলামবাজার পথ পরিক্রমা করে মিছিল শেষ হয়। ব্যানার, পোস্টার ও পতাকা হাতে নিয়ে মিছিল করেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। আজকের ধিক্কার মিছিলে পা মেলান রাজ্যের মন্ত্রী তথা বোলপুরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহা সহ তৃণমূলের নেতাকর্মীরা।

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

❑ জগন্নাথপুর ❑ সহরার হাট ❑ ফলতা ❑ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪

মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল

আর ভিন রাজ্যে নয়!

মেয়েদের নার্সিং স্কুল

এখন

ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
- উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক
কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

২০২৭ সাল পর্যন্ত লিভারপুলে সালাহ

আপনজন ডেস্ক: লিভারপুলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ৬ মিনিটের ব্যবধানে তিনটি পোস্ট করা হয় আজ। প্রথম পোস্টে মাঠে লালগালিচার ওপর একটি চেয়ার। চেয়ারটি দেখে বোঝা যায়, সেটি গণ্যমান্য কারও বসার আসন। দুই মিনিট পরই আরেকটি পোস্ট– লিভারপুলের জার্সি গায়ে সেই চেয়ারে বসে হাসছেন মোহাম্মদ সালাহ। ক্যাপশনে লেখা, 'তিনি থাকছেন।' লিভারপুল-সমর্থকদের এতটুকুতেই বুঝে ফেলার কথা। মিসরীয় ফরোয়ার্ডের সঙ্গে ইংলিশ ক্লাবটির চুক্তি শেষ পর্যন্ত হবে কি হবে না, তা নিয়ে জল্পনাকল্পনা চলছিল বহুদিন। আজ সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে লিভারপুলের সঙ্গে নতুন চুক্তি করেছেন সালাহ, যেটা দুই মিনিট পরেই ফেসবুকে বিবৃতিসহ আরও একটি পোস্টে নিশ্চিত করে অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি। নতুন চুক্তিতে ২০২৭ সাল পর্যন্ত লিভারপুলে থাকছেন সালাহ। অর্থাৎ নতুন চুক্তিতে তাঁর মেয়াদ দুই বছর। চুক্তি সইয়ের পর লিভারপুলের ওয়েবসাইটকে সালাহ বলেছেন, 'সই করেছি, কারণ আমি মনে করি, আমাদের অন্যান্য ট্রফি জয়ের সুযোগ আছে এবং নিজের খেলাটা উপভোগ করতে পারব। এটা দারুণ ব্যাপার। কারণ, সেরা বছরগুলো এখানে কাটিয়েছি। আট বছর খেলেছি, আশা করি, এটা ১০ বছর হবে। নিজের জীবন এবং ফুটবলটা এখানে উপভোগ করছি। ক্যারিয়ারের সেরা বছরগুলো এখানে কাটিয়েছি।' সমর্থকদের প্রতি ৩২ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড বলেছেন, '(সমর্থকদের প্রতি) বলতে চাই, এখানে থাকতে পেরে আমি খুব খুশি। সই করেছি। কারণ, আমি বিশ্বাস করি একসঙ্গে অনেক বড় বড় ট্রফি জিততে পারব...ভবিষ্যতে আমরা আরও ট্রফি জিততে যাচ্ছি।' এএস রোমা থেকে ২০১৭ সালে ৩ কোটি ৭০ লাখ পাউন্ডে (প্রায় ৫৭৩ কোটি ৩১ লাখ টাকা) লিভারপুলে যোগ দিয়ে প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ, লিগ কাপ, কমিউনিটি শিল্ড, সুপার কাপ, ক্লাব বিশ্বকাপ জয়ের পাশাপাশি চ্যাম্পিয়নস লিগও জিতেছেন সালাহ। শুধু কী তা-ই, লিভারপুলের ইতিহাসে সালাহ তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতাও (৩৯৩ ম্যাচে ২৪৩ গোল ও গোল বানিয়েছেন ১০৯টি)। তবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুলের হয়ে সালাহর বেশি গোল নেই আর কারও (২৮৩ ম্যাচে ১৮২ গোল)। আগামী জুনে সালাহর সঙ্গে লিভারপুলের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ফুরোবে। চলতি মৌসুমে সালাহ একাধিকবার বলেছেন, তিনি চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে চান। কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাটে-বলে হচ্ছিল না। সে কারণে সমর্থকদের মধ্যে সালাহর লিভারপুল ছেড়ে যাওয়ার শঙ্কা জেগেছিল। কারণ, সৌদি আরবের ঘরোয়া ফুটবল তাঁর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু গত বুধবার জানা যায়, লিভারপুল ও সালাহর মধ্যে ইতিবাচক আলাপ হয়েছে এবং নতুন চুক্তি সন্নিকটে। সেটাই ঘটল আজ।
এত দিন সালাহর এজেন্ট রামি আব্বাসের সঙ্গে নতুন চুক্তির রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করেছেন লিভারপুলের ক্রীড়া পরিচালক রিচার্ড হিউজ। সংবাদমাধ্যম এর আগে জানিয়েছিল, লিভারপুলে সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া সালাহ অ্যানফিল্ডের ক্লাবটিতে থাকতে বেতন কমাতেও রাজি ছিলেন। কিন্তু ইএসপিএনকে সূত্র জানায়, নতুন চুক্তিতে বেতন কমানোর কথা ভাবেনি কোনো পক্ষই।

পিএসএল নয়, পাকিস্তানের আমির বেছে নিলেন ভারতের আইপিএল

আপনজন ডেস্ক: আইপিএল খেলার ইচ্ছার কথা আগেই জানিয়েছেন মোহাম্মদ আমির। আগামী বছর ব্রিটিশ পাসপোর্ট পাওয়ার আশা করছেন তিনি। সেই সুবাদে আইপিএলের সামনের আসরে একজন ব্রিটিশ হিসেবে খেলার সুযোগ থাকবে তাঁর। ধরা যাক, আমিরকে আইপিএলের কোনো এক দল কিনেও নিল। তখন যদি একই সময়ে আইপিএল, পিএসএল দুটি টুর্নামেন্টই হয়, তাহলে কোন লিগে খেলবেন আমির? কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটরসের পডকাস্ট শোতে কোয়েটার হয়ে পিএসএল খেলা আমিরকে এই প্রশ্নটি করা হয়েছিল। সেই প্রশ্নের উত্তরে পাকিস্তানের বাঁহাতি পেসার কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই আইপিএলকে বেছে নিয়েছেন। আমিরের জবাবটা এ রকম–'সত্যি বলতে, যদি সুযোগ পাই, অবশ্যই আমি আইপিএল খেলতে চাইব। আমি খোলাখুলিভাবেই বলছি। তবে যদি সুযোগ না পাই, তাহলে পিএসএলই খেলব।'
পাকিস্তান সুপার লিগ বেশির ভাগ ক্রিকেটারই আইপিএলকেই প্রাধান্য দেন। অর্থ, টুর্নামেন্টের চাকচিক্য, খেলার মান–সবদিক থেকেই বিশ্বের সেরা টি-টোয়েন্টি লিগ আইপিএল। অন্যদিকে পিএসএল এসব দিক থেকে আইপিএলের বেশ পেছনেই। আমির আইপিএল খেলার ইচ্ছার কথা বলেছিলেন কিছুদিন আগেও। ৩২ বছর বয়সী এই পেসার আইপিএলে খেলার সম্ভাবনা নিয়ে জিও নিউজের 'হারনা মানা হ্যায়' অনুষ্ঠানে বলেন, 'আগামী বছর আইপিএলে খেলার সুযোগ আসবে। যদি কোনো দল আমাকে নেয়, আমি আইপিএলে খেলব।' আমিরের স্ত্রী ব্রিটিশ নাগরিক। গত কয়েক বছর তিনি বেশির ভাগ সময় থাকেনও ইংল্যান্ডেই। সেই সুবাদেই ব্রিটিশ পাসপোর্ট পাবেন এই আমির।

Notice Inviting e-Tender

Notice Inviting Tender Undersigned has invite e-Tenders for 02 nos scheme under 15th CFC (Tide-2)
Details are available at https://wbtenders.gov.in

Pradhan
Baltinityanandakati GP
Swarupnagar Block,
North 24 Parganas

ধোনির চেন্নাইকে নিয়ে হেসে খেলে হারাল কেকেআর

আপনজন ডেস্ক: পাওয়ার প্লেতে ২ উইকেটে ৩১ রান। পাওয়ার প্লের প্রথম ৩৬ বলের মধ্যে ২০টি ডট খেলা, অষ্টম ওভার থেকে ১৮ ওভারের মধ্যে ৬৪ বলে কোনো বাউন্ডারি মারতে না পারা-আজ চিপকের চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে চেন্নাইয় সুপার কিংসের এমন ব্যাটিং দেখে কেউ কেউ বলতে পারেন, কালো মাটির উইকেট তো!
কিন্তু আসল বিষয় তা নয়। এই কালো মাটির উইকেটেই তো কলকাতা নাইট রাইডার্স করেছে চেন্নাইয়ের ঠিক বিপরীত ব্যাটিং। ২০ ওভারে ৯ উইকেটে হারিয়ে চেন্নাই যেখানে ১০৩ রান করেছে, কলকাতা সেখানে এই লক্ষ্য পেরিয়ে গেছে ২ উইকেটে হারিয়ে, ৫৯ বল হাতে রেখে। চেন্নাই যেখানে পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে ২ উইকেটে হারিয়ে ৩১ রান তুলেছে, কলকাতা সেখানে প্রথম ৬ ওভারে ১ উইকেটে হারিয়ে তুলেছে ৭১ রান। তাহলে চেন্নাইয়ের আসলে এমন অবস্থা কেন? কারণ একটাই-আইপিএল তথা টি-টোয়েন্টির ব্যাটিং স্টাইল আর আগের মতো নেই। এটা এখন এমন খেলা যে শুধু মারো আর মারো। পাওয়ার প্লেতে সম্ভব হলে ৭০, ৮০ বা ৯০ রান তুলে নাও! কিন্তু চেন্নাই কোনোভাবেই যেন এই স্টাইলে অভ্যস্ত হতে পারছে না। তারা করছে ওল্ড ফ্যাশন ব্যাটিং। চলতি মৌসুমে পাওয়ার প্লেতে সর্বনিম্ন দুটি দলীয় স্কোরই তাদের। একটি আজকের, অন্যটি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ৩ উইকেটে ৩০ রান। এ ছাড়া আজকের ১০৩ রান চেন্নাইয়ের ঘরের মাঠে সর্বনিম্ন স্কোর। তাদের খেলার ধরনটাও অবশ্য এমন। একটু ধীরেসুস্থে! তবে এভাবে খেলে এবার বারবার মুখ থুবড়ে পড়ছে দলটি। এখন পর্যন্ত হেরেছে ৬ ম্যাচের মধ্যে ৫ টিতেই। সব মিলিয়ে ওল্ড ফ্যাশনের চেন্নাইকে নিয়ে আজ যেন মজাই করেছে কলকাতা। প্রথমে বোলিংয়ে আর সেটাতে নেতৃত্ব দিয়েছেন মুলত সুনীল নারাইন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার ৪ ওভারে ১৩ রান দিয়ে নিয়েছেন ৩ উইকেট। কোনো বাউন্ডারি খাননি। এই নিয়ে আইপিএলে ১৬ বার নিজের বোলিং কোটা পূরণ করে কোনো বাউন্ডারি খাননি নারাইন। আর কোনো বোলারের এই কীর্তি নেই। এরপর ব্যাটিংয়েও চেন্নাইকে নিয়ে মজা করেছে কলকাতা। সেখানেও নেতৃত্বে নারাইন। কলকাতা যে ১০.১ ওভারের মধ্যে ৮ উইকেটে জয় পেল, তাতে নারাইনের অবদান ১৮ বলে ৪৪ রান। মেরেছেন ২টি চার ও ৫টি ছয়।

আইপিএলে চার-ছক্কায় হাজারি কোহলি

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি চার-ছক্কার খেলা। আর এই সংস্করণের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে আইপিএলই সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। সেখানে চার-ছক্কা মারায় এত দিন সবার ওপরেই ছিলেন বিরাট কোহলি। গতকাল রাতে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ম্যাচে সেই জায়গায় নিজেকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গেলেন কোহলি, যেটা মনে রাখার মতোই এক মাইলফলক। আইপিএলে চার-ছক্কা মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি বাউন্ডারি মারার দৌড়ে শুধু কোহলিই এখন হাজারি ক্লাবের সদস্য। দিল্লির মুখোমুখি হওয়ার আগে চার-ছক্কা মিলিয়ে ৯৯৮টি বাউন্ডারি ছিল কোহলির। বেঙ্গালুরুতে কাল দিল্লির কাছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ৬ উইকেটে হারের ম্যাচে ১৪ বলে ২২ রান করেন কোহলি। একটি চার ও দুটি ছক্কা মারেন। বেঙ্গালুরুর ইনিংসে দিল্লি স্পিনার অক্ষর প্যাটেলের করা দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলে চার মেরে পৌঁছে যান ৯৯৯-তে। চতুর্থ ওভারের তৃতীয় বলে সেই অক্ষরকেই চোখধাঁধানো এক শটে ছক্কা মেরে পৌঁছে যান অনন্য এই মাইলফলকে। এক্সট্রা কাভারের ওপর দিয়ে কোহলির সেই ছক্কা শুধু চোখ জুড়ানোই নয়, এমন একটি মাইলফলকে পৌঁছাতে বলতে পারেন যথার্থ একটি শট।
কোহলি এরপর আরও একটি ছক্কা মেরে আউট হওয়ায় তাঁর পরিসংখ্যানটা দাঁড়াল এমন– আইপিএলে ২৫৭ ম্যাচে ২৪৯ ইনিংসে চার-ছক্কা মিলিয়ে ১০০১টি বাউন্ডারি! এর মধ্যে চারের মার ৭২১টি এবং ছক্কার মার ২৮০টি। আইপিএলের ইতিহাসে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে এই হাজারি ক্লাবের দেখা পেলেন বেঙ্গালুরু তারকা। তবে আইপিএলে শুধু চার কিংবা ছক্কা মারার কোনো তালিকাতেই কোহলি কিন্তু শীর্ষে নেই। চারের তালিকায় শীর্ষে শিখর ধাওয়ান (৭৬৮), দ্বিতীয় কোহলি। ছক্কা মারায় শীর্ষে ক্রিস গেইল (৩৫৭), কোহলি তৃতীয়। দ্বিতীয় হিসেবে দুজনের মাঝে কোহলিরই জাতীয় দলের সতীর্থ ও মুম্বাই ইন্ডিয়ানস তারকা রোহিত শর্মা (২৮২)। কোহলি এবার আইপিএল খেলতে নেমেছিলেন চার-ছক্কা মিলিয়ে ৯৭৭টি বাউন্ডারি নিয়ে। এখন পর্যন্ত মেরেছেন ১৬টি চার ও ৮ ছক্কা। এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত ২৫ চার ও ২৪ ছক্কা নিয়ে বাউন্ডারি মারার তালিকায় শীর্ষে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের ক্যারিবিয়ান তারকা নিকোলাস পুরান। চলতি আইপিএলে আর একটি ফিফটি পেলেই দারুণ এক ক্লাবে একজনের একাকিত্ব ঘোচাবেন কোহলি। সেই ক্লাবটি হলো স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ফিফটি– যেখানে ৩৯৮ ইনিংসে ১০৮ ফিফটি নিয়ে শীর্ষে আছেন ডেভিড ওয়ার্নার। ৩৮৭ ইনিংসে ৯৯ ফিফটি পাওয়া কোহলি এই তালিকায় অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তির পাশে বসতে নিশ্চয়ই মুখিয়ে আছেন। আইপিএলের এক ভেন্যুতে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড আগেই ভেঙেছেন কোহলি। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ক্রিস গেইলের ১২৭ ছক্কাকে পেছনে ফেলেছিলেন আগেই। কাল দুটি ছক্কায় দূরত্বটি আরও বাড়িয়েছেন বেঙ্গালুরু তারকা। এই স্টেডিয়ামে তাঁর ছক্কাসংখ্যা এখন ১৩০।
আইপিএলে চার-ছক্কা মিলিয়ে ১০০১ বাউন্ডারি মারা কোহলিকে ধরার সুযোগ থাকলে শুধু রোহিতেরই আছে। ৯২০ বাউন্ডারি (চার-ছক্কা) মেরে এ তালিকায় দ্বিতীয় ধাওয়ান অবসর নিয়েছেন গত বছর। ৮৯৯ বাউন্ডারি মারা ওয়ার্নারকে আইপিএলের সর্বশেষ মেগা নিলামে কেউ কেনেনি। ৩৮ বছর বয়সী এ ওপেনারকে আর আইপিএলে দেখা যাবে কি না, তা নিয়েও সন্দেহ আছে। ৮৮৫ বাউন্ডারি নিয়ে এ তালিকায় চতুর্থ রোহিত এবারও খেলছেন।

নাইটহুড পাচ্ছেন জিমি অ্যান্ডারসন

আপনজন ডেস্ক: ক্রিকেটে অবদানের জন্য নাইটহুড উপাধি পাচ্ছেন ইংল্যান্ডের জিমি অ্যান্ডারসন। গত বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানো এই বোলার টেস্ট ইতিহাসে পেসারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উইকেটের মালিক। তবে জাতীয় দলকে বিদায় বললেও এখনো ঘরোয়া ক্রিকেট চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ৪২ বছর বয়সী অ্যান্ডারসন ল্যাঙ্কাশায়ারে খেলেন। যুক্তরাজ্যের বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীরা বিভিন্ন অঙ্গনে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নাইট প্রস্তাব করে যেতে পারেন, যা রাজা অনুমোদন করেন। গত নভেম্বরে পদত্যাগ করা ঋষি সুনাকের তালিকায় আছেন অ্যান্ডারসন। ২০০২ সালের ডিসেম্বরে অ্যান্ডারসন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট পা রাখেন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে। তবে ইংল্যান্ড তাঁকে সবচেয়ে বেশি মনে রাখবে টেস্টের জন্য।
২০২৪ সালের জুলাইয়ে অবসর নেওয়ার আগে ১৮৮টি টেস্ট, ১৯৪ ওয়ানডে ও ১৯ টি-টোয়েন্টি খেলেন অ্যান্ডারসন। এর মধ্যে টেস্টে নিয়েছেন ৭০৪ উইকেট, যা টেস্টে কোনো পেসারের সর্বোচ্চ। ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচের সময় তাঁকে বিদায়ী সংবর্ধনা দিয়েছিল ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। ঋষি সুনাকের 'রেজিগনেশন অনার্স লিস্ট'-এ একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে অ্যান্ডারসনের নাম আছে। ক্রিকেটারদের মধ্যে এর আগে নাইটহুড পেয়েছিলেন ইংল্যান্ডের অ্যান্ড্রু স্ট্রস, অ্যালিস্টার কুক, জিওফ বয়কট, ইয়ান বোথামসহ অনেকেই।
অস্ট্রেলিয়ার ডন ব্র্যাডম্যান, নিউজিল্যান্ডের রিচার্ড হ্যাডলি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভিভ রিচার্ডসরাও ভূষিত হয়েছিলেন নাইটে। এই উপাধি পাওয়ার ব্যক্তির নামের আগে 'স্যার' যুক্ত হয়।

কিছু দুর্বলতা থাকলেও ফাইনালে ফেভারিট মোহনবাগানই

আপনজন ডেস্ক: মাঝে আর দুই দিন। তার পরেই কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গ্যালারি উপচে পড়বে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ২০২৪-২৫-এর ফাইনালে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ও বেঙ্গালুরু এফসি-র মধ্যে জমজমাট ফাইনালের টিকিট শেষ হয়ে গিয়েছে দ্রুত। টানা তিনবার ফাইনালে ওঠা মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ঘরের মাঠে বরাবরই ফেভারিট। এ মরশুমে একটিও হোম ম্যাচে হারেনি কলকাতার দল। মরসুমের প্রথম ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসি-র সঙ্গে ড্র করার পরে যুবভারতীতে টানা ১২টি ম্যাচে জিতেছে তারা।
শনিবারের ফাইনালে কেন ফেভারিট মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট, ফুটবল বিশেষজ্ঞরা তার অনেক কারণ দেখাতে পারেন। তবে তাদের যে দুর্বলতাগুলি এখনও রয়ে গিয়েছে, সেগুলির জন্য ফাইনালে তাদের সমস্যায় পড়তেও হতে পারে। সবুজ-মেরুন বাহিনীর কোথায় শক্তি আর দুর্বল জায়গাগুলিই বা কী, এই প্রতিবেদনে সেগুলিই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।
প্রচুর গোল যেমন করেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট, তেমনই গোলের সুযোগ তৈরি করেও তা হাতছাড়া করেছে প্রচুর। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত ২৬টি ম্যাচে ৫০টি গোল করেছে তারা। কিন্তু সুযোগ তৈরি করেছে ২৮৮টি। অর্থাৎ, মাত্র ১৭.৩৬ শতাংশ সুযোগ কাজে লাগাতে পেরেছে তারা। এ পর্যন্ত ১৫১টি শট তারা লক্ষ্যে রেখেছে এবং তার প্রায় ৩৩ শতাংশ থেকে গোল পেয়েছে। আর লক্ষ্যভ্রষ্ট শটের সংখ্যা ২৬৫। এতগুলি গোলের সুযোগ, শটের সংখ্যার পরও গোলের সংখ্যা ৫০, ভাবলে অবাকই লাগে।
সবচেয়ে বেশি ম্যাচে গোল অক্ষত রাখার নজির অবশ্যই মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের। ১৬টি ম্যাচে ক্লিন শিট রেখেছে তারা। সবচেয়ে কম গোল খেয়েছেও, ১৮টি। কিন্তু কবে যে তাদের রক্ষণ দুর্বল হয়ে পড়বে, তার কোনও ঠিক নেই। যেমন সেমিফাইনালের প্রথম ম্যাচে শুরুতেই গোল খেয়ে যায় তারা। ম্যাচ যখন প্রায় ১-১ ড্রয়ের দিকে এগোচ্ছে, ঠিক তখনই শেষ মুহূর্তের গোলে ১-২-এ হেরে যায় তারা। শুরুর দিকে টানা তিনটি ম্যাচে গোল অক্ষত রাখে তারা। তার পরে ওড়িশার বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করে। ফের তিনটি ম্যাচে কোনও গোল খায়নি তারা। চলতি বছরের শুরুতে টানা ছ'টি ম্যাচে ক্লিন শিট বজায় রাখে তারা। কিন্তু গত চারটি ম্যাচের মধ্যে দুটিতে কোনও গোল খায়নি সবুজ-মেরুন বাহিনী। কিন্তু বাকি দু'টি ম্যাচে দু'টি করে গোল খায়।
এই লিগে বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের কোনওটিতেই খুব একটা স্বাচ্ছন্দে খেলতে পারেনি মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। সারা লিগে যে দু'টি ম্যাচে তারা খেলে, তার মধ্যে একটি ছিল বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে তাদের ঘরের মাঠে। সেই ম্যাচে তিন গোলে হারে তারা। রীতিমতো দাপুটে ফুটবল খেলে সে দিন সবুজ-মেরুন বাহিনীকে হারিয়েছিল ছেত্রী-বাহিনী। সেই ম্যাচে হেরে ছ'নম্বরে নেমে যায় শিল্ডজয়ীরা আর বেঙ্গালুরু জিতে উঠে যায় লিগ টেবলের শীর্ষে। ঘরের মাঠে ১-০-য় জিতলেও যে অনায়াসে জিতেছে তারা, তাও নয়। ম্যাচের একমাত্র গোলটি পেতে ৭৪ মিনিট অপেক্ষা করতে হয় তাদের। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে বেঙ্গালুরুর দলের বিরুদ্ধে এ বার খুব একটা আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট।
অন্যরা ভাল খেললেও মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের গত দু'বারের সেরা গোলদাতা দিমিত্রিয়স পেট্রাটস এ বার তেমন ফর্মে নেই। ২৩টি ম্যাচে মাত্র চারটি গোল ও তিনটি অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। গতবার এই দিমিই ২৩ ম্যাচে দশটি গোল ও সাতটি অ্যাসিস্ট করেছেন। প্রথমবার ২৩ ম্যাচে ১২ গোল ও সাতটি অ্যাসিস্ট দিয়েছিলেন। গ্রেগ স্টুয়ার্টের অবস্থাও প্রায় সে রকমই। এ বার তিনটির বেশি গোল করতে পারেননি তিনি। পাঁচটি অ্যাসিস্ট করেছেন অবশ্য। গতবারও পাঁচটি গোলে অবদান ছিল তাঁর। দু'টি গোল করেছিলেন। প্রথম মরশুমের তুলনায় (১১ গোল ও ১০ অ্যাসিস্ট) ক্রমশ যেন ফিকে হয়ে যাচ্ছেন গ্রেগ। এই দু'জন ফর্মে থাকলে সবুজ-মেরুন আক্রমণ আরও ধারালো হয়ে উঠত।

এই দিল্লি রাহুলের, থামাবে কে

আপনজন ডেস্ক: গত ম্যাচে খেলতে হলো ওপেনিংয়ে। দলের প্রয়োজনে নেমে খেললেন ৭৭ রানের ইনিংস। চেন্নাইয়ের বিপক্ষে জেতালেন দলকে। আজ আবার মিডল অর্ডারে ফিরলেন। ১৬৪ রানের লক্ষ্য ছুঁতে নেমে দল পড়েছে বিপদে। ৩০ রানের মধ্যে দিল্লি হারায় একে একে টপ অর্ডারের তিন ব্যাটসম্যান–ফাফ ডু প্লেসি, জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্ক ও অভিষেক পোরেলকে।
আজ আবার দাঁড়িয়ে গেলেন রাহুল। খেললেন ৫৩ বলে অপরাজিত ৯৩ রানের ইনিংস। তাঁর এই ইনিংসে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। ১৬৪ রানের লক্ষ্য দলটি ছুঁয়েছে ১৩ বল হাতে রেখেই।
আইপিএলে এ নিয়ে টানা ৪ ম্যাচ জিতছে দিল্লি। যেভাবে দাপট দেখিয়ে একের পর এক ম্যাচ জিতছে দলটি, তাতে প্রশ্ন উঠছে, দলটিকে থামাবে কোন দল? অন্তত রাহুল যত দিন এমন ফর্মে থাকবেন!
এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে এদিন রাহুলের সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে শতরানের জুটি গড়েছেন ট্রিস্টান স্টাবস। শতরানের জুটিতে মূল কাজটা রাহুলই করেছেন, ৩২ বলে তুলেছেন ৬৮ রান। স্টাবস দিয়েছেন সঙ্গ। তিনি অপরাজিত ছিলেন ২৩ বলে ৩৮ রান নিয়ে। এর আগে টসে হেরে ব্যাটিং করা বেঙ্গালুরু রান করেছে আসলে ইনিংসের ৫ ওভারে। নিজেদের ইনিংসের প্রথম ৩ ওভারে ৫৩ রান তোলা বেঙ্গালুরু ইনিংসের শেষ ২ ওভারে রান তুলেছে ৩৬। আর মধ্যের ১৫ ওভারে রান উঠেছে মাত্র ৭৪।
পাওয়ার প্লেতে আজ ঝড় তোলেন ফিল সল্ট। ১৭ বলে ৩৭ রান করে যখন আউট হন, তখন বেঙ্গালুরুর রান ৩.৫ ওভারে ৬১। এরপর পথ হারায় দলটি। বিরাট কোহলি, রজত পাতিদাররা আজ রান পাননি। ১৮ ওভার শেষে দলটির রান দাঁড়ায় ৭ উইকেটে ১২৭। সেখান থেকে একাই ব্যাট হাতে ৩৩ রান নেন টিম ডেভিড। তিনি অপরাজিত থাকেন ৩৭ রানে। তাতেই মূলত সংগ্রহটা ১৬৩ দাঁড়ায়।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**